

## সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ।

১। পত্রিকাবাদি তৈয়্যাসিক । পরিষদের সভাপণ উক্ত পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অপরে বার্ষিক ৩ টিন টাকা মূল্যে পাইবেন । প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১০ বাস আনা দ্বারা ।

২। পরিষদের কোন সভ্য যখন আপন ঠিকানা পরিবর্তিত করিবেন, তখন তাহার। অন্তঃস্বপ্নপূৰ্ণক আধাকে সংবাদ জানাইবেন । নতুবা তাহার। পুস্তক পত্রিকা পত্রাদি পাঠাইলে নষ্ট হওয়া সম্ভব ।

### প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী ।

বাঙ্গলা ভাষার নিম্নের গ্রন্থ প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল। সেকালে খৃষ্টীয় শিশবরীষিণের কৃপায় এবং বইতলার কঠিন পুস্তকবিক্রেতার চেষ্টায় যেসকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, অদ্বিতীয় প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাংশির তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য । পরিষৎ আজ ছয় বৎসরের চেষ্টায় প্রাচীন অদ্বিতীয় গ্রন্থাবলীর যে সকল বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সৰ্ব্বলে জানিতে পারিবেন । এক্ষণে পরিষদের কার্যকলাপে অগ্রগতি হইয়াছে । অত্রাং মাসিক পত্রিকাতেও অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত না হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক অত্যন্ত পূর্ণ হইতেছে না । এই ক্ষণে পরিষৎ বর্তমান ১৩০৭ সাল হইতে “প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী” নামে দ্বিরা প্রাতি দুই মাস অন্তর প্রকাশ্যেই সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । উহার আকার ডিম্বাই ৮ পেজি ৮ কক্ষ । প্রাতি সংখ্যায় কয়েকখানি পুস্তকের কিছু কিছু থাকিবে । প্রত্যেক পুস্তকের বহু পত্রাক দেখা হইবে । প্রত্যেক পুস্তকের কবির ইতিহাস, কাব্যগত ভাষার আলোচনা, পাঠ-ভেদ দেখা হইবে । বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পুস্তকের সম্পাদন তার গ্রহণ করিবেন । ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত সর্বত্র ২২ দুই টাকা দ্বারা ।

পরিষদের সভাপণ ইহা বিনামূল্যে পাইবেন । গ্রহণেচ্ছগণ স্ব স্ব নামধাম ও মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন ।

১৩৭১ কর্ণওয়ালিস ট্রাট,

কলিকাতা ।

১ } শ্রীরায যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,  
সম্পাদক ।

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

## ষষ্ঠ বার্ষিক কার্যাবিবরণ ।

১৩০৬ বঙ্গাব্দ ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । ১৩০১ সালের প্রথমে যখন ভূতপূর্ব “বেঙ্গল একাডেমী অফ্‌ লিটারেচার” পুনর্গঠিত হইয়া বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়, তখন ইহার সভাসংখ্যা ২৯ জন মাত্র ছিল । গত ছয় বর্ষে তাহা বদ্ধিত হইয়া আলোচ্য ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শেষে ৩৫২ জন হইয়াছে । ইহা-বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দিন দিন দেশের গণ্য, মাত্র, শিক্ষিত, বিদ্যাম্ভ-রাগী, রাজা ও ভূমিদার শ্রেণীর লোকে পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন । পরিষৎকর্তৃক ক্রমে মাতৃভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টি-পক্ষে কিছু না কিছু কাজ যে হইবে, তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেছেন । এই ছয় বৎসরে, পরিষদের উদ্দেশ্যভাবী কার্য আশামুরূপ সাধিত না হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে পরিষদের আদর দিন দিন বদ্ধিতই হইতেছে । এক্ষণে আশা করা যায়, পরিষৎ দিন দিন স্বীয় কার্য-সাধনে অধিকতর তৎপর হইয়া, সাধারণের নিকট অধিকতর অনুরোধ-ভাজন হইবার উপযুক্ত হইবেন ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তত সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করার পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতি সভ্যবর্গের ও সাধারণের হস্তে পরিষদের ষষ্ঠ বর্ষের ( ১৩০৬ সালের ) নিম্নলিখিত কার্যাবিবরণ অর্পণ করিতেছেন ।

**কার্য্যালয় পরিবর্তন,**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্যা-লয়ের পরিবর্তন হইয়াছে । পরিষদের জন্মাবধি, এমন কি, তাহার পূর্বাধ্বা

“বেঙ্গল একাডেমী অফ্‌ লিটারেচার” যে দিন প্রথম স্থাপিত হয়, সেই দিন হইতেই, তাহা শোভাবাজারের রাজবাগীশ, বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়-চন্দ্র দেব বাহাদুরের ভবনে অবস্থিত ছিল। আলোচ্য বর্ষের শেবাংশে অর্থাৎ ১০০৬ বঙ্গাব্দের ৩রা কাশ্বিন (১২ ফেব্রুয়ারী ১৯০০), বুধবার সাড়ে পাঁচটার সময় পরিষদের পূর্ণ কার্যালয় ১০৬১ গ্রে স্ট্রীট, রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র দেব বাহাদুরের ভবনে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ একাধন জন সভ্যের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে পরিষৎ কার্যালয় সম্প্রতি ১০৭১১নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসি-  
য়াছে। তদবধি পরিষদের কার্য এই স্থানেই হইতেছে।

**সভ্যসংখ্যা**,—আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে অর্থাৎ ১০০৬ সালের প্রথমে ৩৪ জন সভ্য লইয়া পরিষৎ কার্য আরম্ভ করেন। পরে আলোচ্য বর্ষের বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে ৩১ জন সাধারণ সভ্য নির্বাচিত হন; তন্মধ্যে ১০০৫ সালের নিয়মাবলীর ২য় নিয়মামুত্বারে ২৫১ জনের নিকট প্রবেশিকা বা পাওয়ার, এমন পর্য্যন্ত তীহাদিগকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। এতদ্বিত্ত আলোচ্য বর্ষে ৫২ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন ও ৪ জন পরলোকগত হইয়াছেন, সুতরাং আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট ৬৩ জন সভ্য হ্রাস হই-  
য়াছে। এই ৬৩ জনকে বাদ দিয়া ও প্রবেশিকা-প্রদাতা ৬৭ জনকে বরিয়া আলোচ্যবর্ষের শেষে পরিষদের সভ্যসংখ্যা মোট ৩৫২ জন হইয়াছে। যে ২৫১ জনের নিকট এখনও প্রবেশিকা পাওয়া যায় নাই বলিয়া, তীহাদিগকে বিধিসিদ্ধ সভ্য বলিয়া ধরা হইল না, তীহাদিগের মধ্যে ২০৭ জন পরিষদের শেষ দুই মাসিক অধিবেশনে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং তীহাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গবাসিনী; কাজেই আলোচ্য বর্ষের শেষ কয়েক দিনের মধ্যে তীহাদের নিকট হইতে প্রবেশিকাদি আসিয়া পৌঁছায় নাই এবং অনেক সভ্যকে ১০০৬ সালের মধ্যে নির্বাচন-সংবাদ প্রেরণ করা হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১০০৭ সালের প্রথমেই তীহারা প্রবেশিকাদি পাঠাইয়া দিবেম এবং নববর্ষের আরম্ভেই পরিষদের একবারে অনেকগুলি সভ্য বাড়িয়া যাইবে। (সভ্যদের নামের তালিকা “ক” পরিষিষ্টে উষ্টব্যঃ)

**সভ্যের মৃত্যু**,—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ৪ জন সভ্য

মৃত্যু হইয়াছে, তদ্ব্যতীত দুইটি বিশিষ্ট সভ্য এবং দুইটি সাধারণ সভ্য। বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে ৮রাজনারায়ণ বসু ও সার উইলিয়ম হাণ্টারের মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্য-সংসারে চির-সুপরিচিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিবদের এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না। যখন বাঙ্গালা-সাহিত্য কেবল গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, “সেই সময় হইতে স্বর্ণকালপর্ব্বান্ত ৮রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে বাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঋণ সন্মুখ কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না। ৮রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভূতপূর্ব “বেঙ্গল একাডেমী অফ লিটারেচার”কে বর্তমান “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আকারে গঠিত করিবার পক্ষে ৮রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও একজন বিশেষ উদ্বোধক ছিলেন। পরিষদের নিকট এতদ্ভিন্ন তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। সার উইলিয়ম হাণ্টার ঐতিহাসিক সাহিত্যে সমস্ত অগতে সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া তিনি শিক্ষিত ভারত-বাসিমাঝেই ক্রমশঃ-পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ সভ্যের মধ্যে সার রমেশচন্দ্র মিত্র এবং বনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষৎ যে কেবল এক হিষ্টমী ও উৎসাহী বন্ধু হারাষ্টয়াছেন, এমন নহে; তাহার মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষ এক অতি উচ্ছল রক্ত ও গৌরবহীন হারাষ্টয়াছেন। ৮বনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অল্পবয়সে অকালমৃত্যুও পরিষদের পক্ষে এক দুঃখের বিষয় হইয়াছে। তিনি অল্প বয়সেই সাহিত্যক্ষেত্রে বৈরাগ্য বশ উপার্জন করিতেছিলেন, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি যে অনেক কাজ করিয়া বাইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সকল সভ্যের মৃত্যুতে পরিষৎ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন এবং পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

**বিশিষ্ট সভ্য,—**পরিষদের নিয়ম আছে, পরিষদে দায়বদ্ধন বিশিষ্ট সভ্য থাকিতে পারেন। আলোচ্য বর্ষে একাদশ জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং একটি পদ শূন্য ছিল। আলোচ্য বর্ষে পূর্বোক্ত দুইজন বিশিষ্ট

সভ্যের বৃদ্ধা হওয়ার আরও দুইটি পদ নৃত হইয়াছে অবশিষ্ট আট জন  
বিশিষ্ট সভ্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

- ১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ. বি. এল।
- ২। . . . . . য়েমচন্দ্র কল্যাণাচার্য বি. এ. বি. এল।
- ৩। . . . . . নবীন্দ্রনাথ সেন বি. এ।
- ৪। . . . . . বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাংলুরুত।
- ৫। . . . . . সার ডক্টর লিওনার্ড গ্রেভসবার্গ।
- ৬। . . . . . বি' জন বীমল।
- ৭। . . . . . শ্রীযুক্ত বনেন্দ্রনাথ সত্য সি. আই. টি।
- ৮। . . . . . বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

**সভ্যের পদত্যাগ,**—আলোচ্য বর্ষে দে ৭৯ জন সভ্য  
পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আলোচ্য বর্ষের শেষাংশেই ২৮ জনের  
পদত্যাগ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকট পরিষদের  
গিঠৈত্বী ও উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাহাদের পদত্যাগ পরিষদের পক্ষে  
বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। বাহারা পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে  
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্. এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি  
এবং শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাহারা  
ষত দিন পরিষদের সভ্য ছিলেন, ততদিন পরিষদের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট  
ষত ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন; এজন্য পরিষদ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ  
রহিলেন।

**অধিবেশনাদি,**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এগারটা মাসিক  
অধিবেশন, সাতটি বিশেষাধিবেশন এবং সমস্ত শাখা-সমিতির একটি সমবেত  
অধিবেশন হইয়াছিল। মাসিক অধিবেশনগুলির কোনটিতে উপস্থিত সভ্য  
সংখ্যা ৪৮ জনের অধিক এবং ১৬ জনের কম হয় নাই। বিশেষ অধিবেশন  
গুলির কোনটিতে উপস্থিতির সংখ্যা ২৪ জনের কম হয় নাই। শাখাসমিতি-  
গুলির সাধারণ অধিবেশনে সকল সমিতিরই সভ্য অম-বিস্তর উপস্থিত  
ছিলেন।

মাসিক অধিবেশন কয়টিতে পরিষদের উদ্দেশ্যসাধক অনেক কার্য

## ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ ।

৫

এবং ১৩০৩ সালের প্রবর্তিত নিয়মালুসারে নানাবিধ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল । মাসিক কার্যবিবরণীতে সে সকলের বিশেষ বিবরণ ও ঐ সকল প্রবন্ধের অনেকগুলি পরিবৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে । ঐ সকল প্রবন্ধের মধ্যে অলকার-শাস্ত্র-সঙ্কে একটি, পুরাতত্ত্ব-সঙ্কে দুইটি, প্রাচীন সাহিত্য-সঙ্কে দুইটি, প্রাচীন কবির ভীষনী-সঙ্কে তিনটি, বিজ্ঞান-সঙ্কে একটি এবং দর্শন-সঙ্কে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয় । নিম্নে প্রবন্ধরচয়িতা, প্রবন্ধ ও কোন্ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা দেওয়া গেল ।

রচয়িতা ।	প্রবন্ধ ।	কোন্ অধিবেশনে পঠিত ।
১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	অলকারশাস্ত্র	১ম অধিবেশন ।
২। " হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ	দেব ও দুষ্টি	২য় " ।
৩। " শিবচন্দ্র শীল	{ দুহিত মনিকান্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডে	৩য় " ।
৪। " অম্বিকচরণ গুপ্ত		৪র্থ " ।
৫। " আনন্দনাথ রায়	{ কবিরঞ্জন রামপসাদ সেনের বাৎসরিক	৫ম " ।
৬। " মোক্ষেশ মুস্তফা		৬ষ্ঠ " ।
৭। " আনন্দনাথ রায়	রঘুনন্দন ও নরহরি ঠাকুর	৭ম " ।
৮। " বেবেশ্বর প্রসাদ ঘোষ	{ সেকালের কলিকাতার ইংরাজ-সমাজ	৮ম " ।
৯। " সত্যচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ		৯ম " ।
১০। " হরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্	অপর প্রকৃতি	১০ম " ।

এই সকল প্রবন্ধ-রচয়িতার মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল পরিবদের সভ্য নহেন, অথচ তাঁহারা দুইটা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরিবৎকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ; তজ্জন্ত পরিবৎ ওঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন ।

বিশেষ অধিবেশন করণের মধ্যে পাঁচটিতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি-সাধক কার্য এবং দুইটিতে পরিবদের বিশেষ বিশেষ কার্য হইয়াছিল । আগোচ্য বর্ষের ৮ই জ্যৈষ্ঠ এক বিশেষ অধিবেশন হয় । ঐ দিন পরিবদের সভ্য ৫১ জন এবং অজ্ঞাত শ্রোতা প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন । শ্রীযুক্ত

চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয় “বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি” নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ তিনি বহু পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধে অনেক সারগঠ রূপায় আলোচনা ছিল। তৎপরে ১২ই আশ্বিন আর একটা বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ দিন ৮রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে শোকপ্রকাশ এবং বর্তমান বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর আন্দোলন পরিবর্তনের ক্ষণ্ত যে নূতন প্রস্তাব শিক্ষা-বিভাগে উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরিষৎ হইতে সংশোধন-প্রস্তাব করিয়া যে আবেদন প্রেরিত হইবে কিয় হয়, তাহার পাণ্ডুলিপি অনেক আলোচনার পর গৃহীত হইয়াছিল। (আবেদন পত্রের প্রতিলিপি “ব” পরিষটে হইবে।) তৎপরে তৃতীয়, চতুর্থ, বর্ষ ও সপ্তম অধিবেশন যথাক্রমে ১৮ই আগ্রহায়ণ, ৮ই মাঘ, ১২শে ও ২৪শে চৈত্র তারিখে হইয়াছিল। এই চারিটি অধিবেশনের মধ্যে তৃতীয়, বর্ষ ও সপ্তম অধিবেশন ষ্টেনোগ্রাফি ইন্সটিটিউট হলে এবং চতুর্থ অধিবেশন রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “একালের দর্শন” নামক প্রবন্ধের তিনটি প্রস্তাব ও অপরাধে প্রথম দুই বক্তৃতার অমুহুর্তি পাঠ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে একালের পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র হইতে ডায়উইন, কার্ট ও স্পেন্সারের দৃষ্টি, তিনি সাধারণ ভাবে আলোচনা করেন। তৃতীয় প্রস্তাবে প্রথম দুই প্রস্তাবের অমুহুর্তি এবং চতুর্থ প্রস্তাবে স্পেন্সারের মতের বিশেষ আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সকল অধিবেশনে পরিষদের সভাপতিত্ব আরও বহুতর গণ্য, মাস্ত, বিধান প্রোত্বে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বিশেষ অধিবেশন ৩রা ফাসুন তারিখে পরিষদের স্তম্ভপূর্ণ কার্যালয়ে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী এম, এ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সমাধিপতি এবং শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ বসু, এই একাদশ জনের অধিরোধে, ঐ বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিষদের কার্যালয় ও অধিবেশন বাহাতে কোন সাধারণ

হানে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ও ভৎসম্পর্কে নিয়মাবলীর আবশ্যকমত পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন। এই দিন সভাস্থলে প্রায় সত্তাবি সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে প্রস্তাব-সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয় এবং সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। অবশেষে স্থানান্তরের বিরুদ্ধবাদী কতিপয় সভ্য সভ্যত্বের পূর্ণেই সভাস্থল ত্যাগ করায়, সর্বসম্মতিক্রমে স্থানান্তর করাই কর্তব্য বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**কর্মচারিগণ**—আলোচ্য বর্ষে বার্ষিক নির্মাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্মচারিরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।—

১।	শ্রীযুক্ত বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর	...	...	সভাপতি।
২।	মহাসম্মেলনার শ্রীযুক্ত চরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ	}		সহকারী সভাপতিগণ।
৩।	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ			
৪।	.. প্রভুবচন বন্দ্যোপাধ্যায়			
৫।	.. রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্	...	...	সম্পাদক।
৬।	.. বোমকেন মুখার্জী	}		সহকারী সম্পাদক।
৭।	.. চৈতন্যপ্রসাদ ঘোষ বি, এ,			
৮।	.. রামেন্দ্রচন্দ্র তিবেদী এম্, এ,	...	...	পত্রিকা-সম্পাদক।
৯।	.. প্রভুলচন্দ্র বসু	...	...	গ্রন্থরক্ষক।
১০।	.. বাগীনাথ নন্দী	}		আয়ব্যয়-পরীক্ষক
১১।	.. চাকচন্দ্র ঘোষ			
১২।	.. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্	...	...	ধনরক্ষক।

এতদ্বিধা শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মল্লিকই পরিষদের বেতনভুক্ত লেখকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কর্মচারিগণের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটিয়াছিল। পত প্রাচীন মাসে গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভুলচন্দ্র বসু মহাশয় গ্রন্থরক্ষকের পদ ত্যাগ করায়, তাহার স্থানে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হন; কিন্তু তিনিও পত কালীন মাসে পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী তাহার স্থানে গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বেতনভুক্ত লেখক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক পত কালীন মাসে পদ ত্যাগ করায়, তাহার স্থানে প্রথমে অন্নদিনের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেন নিযুক্ত হন, পরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।



**কার্যানির্বাহক সমিতি**,—১৩০৩ সালের প্রবর্তিত নিয়মামু-  
সারে আলোচ্য বর্ষে ৮ জন নির্বাচিত ও ৪ জন মনোনীত সভ্য লইয়া এই  
সমিতি গঠিত হয়। নিম্নে উত্তরবিধ সভ্যের নাম দেওয়া হইল।

### নির্বাচিত সভ্যগণ।

- ১। কুমার শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর বালিফ।
- ২। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম. এ।
- ৩। .. অনন্তভূষণ মলিক বি. এল।
- ৪। .. গোপালচন্দ্র মুন্সেপাধ্যায়।
- ৫। .. দত্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৬। .. গোবিন্দলাল দত্ত।
- ৭। .. মনোমোহন বসু।
- ৮। .. চন্দ্রকান্ত সোদ।

### মনোনীত সভ্যগণ।

- ১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম. এ. বি. এল।
- ২। .. রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম. এ।
- ৩। .. নগেন্দ্রনাথ বসু।
- ৪। .. হরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি।

এতদ্ব্যতীত ১৮শ নিয়মামুসারে পরিষদের কর্মচারিদিগের মধ্যে আয়বায়-  
পত্রীককষয় এবং বেতনভূক্ত লেখক ব্যতীত আর সকলেই এই সমিতির সভ্য-  
রূপে কার্য করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ কর্মচারী (সহকারী  
সভাপতিস্বরূপ) রাজকার্যে সর্বদা মগনবলে বাস করায়, একটি অবিবেশনেও  
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অল্প সকলে অবসর মত বধাসাধ্য পরিশ্রম  
করিয়া পরিষদের কার্যানির্বাহে সহায়তা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে এই  
সমিতির ১৩শটি অবিবেশন হইয়াছিল। ঐ সকল অবিবেশনের মধ্যে ছুইটিতে  
সভার কার্য চালাইবার উপযোগী ৩৬শ নিয়মামুসারী সভ্য উপস্থিত না হওয়ায়  
কার্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। যে সকল অবিবেশনে কার্য হইয়াছে,  
তাহার কোনটিতেই উপস্থিতি সংখ্যা ১২ জনের বেশী হয় নাই। আলোচ্য  
বর্ষে এই সমিতি যে সকল কার্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি  
বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য ;—

( ১ ) মকসলের প্রাপ্তি স্বীকার,—মকসলের টাকা-প্রাপ্তির বিবরণ পরিকার দলটি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । ( আগোচ্য বর্ষে এই মৃত্যু নিবন্ধবাহুরে কার্য হয় নাই, আশা করি বর্ষ হইতে হইবে, এবং আশা করা যায় । )

( ২ ) হেমবাবুর সাহায্য,—কবিবর ঐযুক্ত হেমচন্দ্র ধর্মোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ পরিবৎ স্বীয় সভাপদের বহা হইতে অর্থসাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন । প্রথমতঃ বৈশাখমাসে তাহারপুত্রের স্বাক্ষর মাননীয় ঐযুক্ত অনিশ্চয়বাবুর দ্বারা বহোদয় লোক পাঠাইয়া এই সম্বন্ধে পরিবৎকে উদ্যোগী হইবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন । পরে তাহার সহিত এই সম্বন্ধে পরিবদের সম্পাদকের পর-ব্যবহার হয় । তাহার পর ১লা জ্যৈষ্ঠের মাসিক অবিশেষণে হেমবাবুকে কি উপায়ে পরিবৎ হইতে সাহায্য করিতে পাওয়া যায়, তাহা অবধারণ করিবার জন্য একটা শাখা-সমিতি গঠিত হয় এবং পত্রমণ্ডল হইতে প্রত্যক্ষিৎ হেত্তরাইবার প্রস্তাবের পেশকতা করিবার জন্য পত্রমণ্ডলকে আবেদন করা হইয়া হয় । তৎপরে ২২শে জ্যৈষ্ঠের কার্যনির্বাহক সমিতিতে উক্ত শাখা-সমিতির প্রস্তাব আবেদন-পত্রের এবং টাকা-সংগ্রহের বিজ্ঞাপনের পাতৃনিশি গৃহীত হয় । পরে ঐ বিজ্ঞাপন পরিবদের সমস্ত সভ্যের নিকট এবং ঐ আবেদন-পত্র পত্রমণ্ডলকে পাঠান হয় । বিজ্ঞাপন পত্রের কুমার ঐযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মানিরা-গ্রন্থক ব্যক্তি হেমবাবুকে এককালীন কিছু অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ঐযুক্ত দ্বারা বহুদ্রব্য চৌধুরী মহাশয়ের মাসিক ১০০ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকার করেন । পত্রমণ্ডল হইতেও হেমবাবুর মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি নিশ্চয়িত হইয়াছে । ( আবেদন পত্রের আভিযোজিত "ব" পরিচিতি হইবে । )

( ৩ ) বাধ্যাসিক সম্মিলন,—পরিবদের অন্ততম সভা ঐযুক্ত অমৃতলাল দে বি, এল, মহাশয়, আগোচ্য বর্ষের আবার মাসে, পরিবদের সমস্ত সভ্যের মধ্যে দেলা ওলা ৬ আগাদ পরিচয় হইয়া, তাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রতিবন্ধন হয় একত্র, একটি উদ্যান-সম্মিলনের প্রস্তাব করেন । ১লা জ্যৈষ্ঠের মাসিক অবিশেষণে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বাধ্যাসিক সম্মিলন মাসে প্রতি বৎসর হইটি করিয়া প্রতিসম্মিলনের আয়োজন করা হইবে, এইরূপ হইয়া হয় ।

আলোচ্য বর্ষে শারদীয় পূজার পরই এইরূপ একটি প্রতিসন্ধিানের স্বেচ্ছা করিবার ভ্রম, পরিষদের অন্তরত সচকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, মুন প্রভাবক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে সি, এল., কায় বিগেটোরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত হুয়েনচীন্দ্র সমাজপতি, ইংল্যান্ডকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত করা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উহার আর-বার, আমোদ-আনন্দ এবং আহ্বানাদির ব্যবস্থা করিবার ভ্রম একটা পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু হুয়েনের বিবর, নির্দিষ্ট দিনে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু ও হেমেন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত না হওয়ায় উহার কিছুই হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এ সম্বন্ধে তৎপরে আর বিতীর্ণ চেষ্টা হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষের নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি উহার ভ্রম অল্প কোন সুগম উপায় নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) পারিতোষিক প্রবন্ধ,—পূর্ব বর্ষের নির্ধারণ অনুসারে আলোচ্য বর্ষে, পরীক্ষকদিগের অভিপ্রায়মত, কার্যনির্বাহক সমিতি (ক) অমৈত্রবাদ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের ভ্রম “যৌশল্য” পুরস্কারের ৫০০ পাঁচশত টাকা তবানীপুর ভাগনত-চতুর্ঙ্গার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুগাচরণ বেদান্ততীর্থকে এবং হাইকোর্টের অল্পতম উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম, এ, বি, এল.-কে তুলাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন আর (খ) “আর্য্যজ্ঞতির সমাজ-বন্ধন” নামক প্রবন্ধের ভ্রম “ককতাবিনী বহুদরিক” পুরস্কারের ৫০০ টাকা প্রতিভাভাজ্য ভরফে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ব্রহ্মোপাধ্যায়কে প্রদান করিয়াছেন।

(৫) ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ,—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল. মহাশয় পরিষদের অন্তর্গত গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতির প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাব করেন,—ইংরাজ-রাজত্বের সুত্রপাতের সময় ও বৈশেষ কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান রাজপুরুষের জীবনী এবং তৎকালীন দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিভিন্ন আপিস হইতে ভ্রমণ কাগজ-পত্র দেখিয়া ইচ্ছা ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে পরিবৎ ইতিহাস-সঙ্কলন-বিষয়ে একটা মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে রাধা বিনয়কৃষ্ণ দেব

বাহাদুর অবসর হইয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষকে এই সকল কাগজ-পত্র বেধিতে বিবার আদেশ পত্বেষ্ট অল্পগ্রহণীয়ক বিতে পাবেন। অতএব ফারসী মণিলাসি নকল ও অনুবাদ করাইবার জন্য একজন মৌলবী এবং ইংরাজী কাগজ-পত্র দেখিয়া, বাছিয়া লইবার জন্য একজন মুনিপুণ, চতুর, কৃতবিদ্যা লোকের প্রয়োজন। ইহাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ আশাততঃ পরিষৎ গ্রহপ্রকাশ-সমিতির তহবিল হইতে কিছু ব্যয় অনুমোদন করিলে, কার্য আরম্ভ করা বাইতে পারে। এই প্রথাব গ্রাহ্য হয় এবং প্রথমতঃ দুই শত টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে পরিষৎ স্বীকার পান। তৎপরে উক্ত কার্য কিরূপে নিম্নাহ হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার, কার্যানির্বাহক-সমিতি রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ও হৌরেস্ত বাবুর উপর অর্পণ করেন। ক্রমে তাহারা মৌলবী আরসাদউদ্দীন আহম্মদ এবং বহুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ-কে উক্ত কক্ষে নিযুক্ত করেন। তৎপরে পাঁচকড়ি বাবু ও মৌলবীসাহেব কতকগুলি কাগজের নকলও করিয়াছিলেন। সেই সকল কাগজপত্র রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট আছে। নানা বিশেষ কারণে এইকার্য আশাহরূপ অগ্রসর হয় নাই।

( ৬ ) উদ্দেশ্য-সাধন—প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থের উদ্ধার করা পরিষদের একটি মূল্য উদ্দেশ্য। ইহার সুবিধার্থ, শ্রীযুক্ত রায় বটীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রভাবে ও আনুগত্যে, কার্য-নির্বাহক সমিতি সাধারণ পত্রের দ্বারা প্রতি দুই মাস পরে এক এক পত্র প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির বিবরণ-স্থলে উহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

( ৭ ) গৃহসজ্জা ক্রয়,—পরিষৎ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেও পরিষদের নিজের গৃহসজ্জা বৎসামাত্রই ছিল। নিজের নূতন কার্য্যালয়েই বাহাতে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন নির্বাহ হইতে পারে, কার্যানির্বাহক সমিতি আলোচ্য বর্ষে তদুপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া পরিষৎকে হস্তান্তর করিয়াছেন। পরিষদের নিয়মিত আয় হইতে ইহার ব্যয় দিতে হয় নাই। পরিষদের কতিপয় হিতৈষী বহু এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

শাখা সমিতি,—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের বিশেষ বিশেষ

কার্যনির্বাহার্ক নিয়মিত ১৬টি শাখাসমিতি ছিল ;—(১) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (২) কৃত্তিবাসী রাকায়ণ সমিতি, (৩) কাকীবাসী মহাত্মার সমিতি, (৪) কবি কব্ধ চণ্ডী সমিতি, (৫) রামমোহনের রামায়ণ সমিতি, (৬) ঐতিহাসিক সমিতি, (৭) পরিভাষা সমিতি, (৮) উদ্ভিদ-পরিভাষা সমিতি, (৯) ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি, (১০) প্রাচীন শব্দ সমিতি, (১১) প্রাচীন সাহিত্য সমিতি, (১২) গ্রন্থসমিতি, (১৩) হেমচন্দ্রের সাহায্যোপায়-নির্ধারণ সমিতি, (১৪) শিক্ষা সমিতি, (১৫) বাঙ্গালিক সাক্ষীগনোপায়-নির্ধারণ সমিতি, (১৬) নিয়মাবলী-সংকলন সমিতি ।

ইহার মধ্যে প্রথম ১২টির গঠন ও উদ্দেশ্য-বিষয়ে বিশেষ বিবরণ পূর্ব পূর্ব কার্যবিবরণেতে প্রকাশিত আছে । ১৩শ ও ১৪শ শাখাসমিতির কার্যবিবরণ ইতিপূর্বেই কার্যনির্বাহক সমিতির বিবরণ-মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে । অপর-গুলির মধ্যে আলোচ্য বর্ষে বাহ্যিকের কার্য কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ স্বাক্ষরকালে নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে ।

( ক ) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি,—আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল । প্রথম অধিবেশনে ঐশ্বর্য জ্ঞানচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবিত ঐশ্বর্যদ্রব্যভেদ ৮ সনাতন চক্রবর্তীকৃত প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থাদ মুদ্রিত করার প্রস্তাব আলোচিত হয় । উক্ত অগ্রবাদ মূলগ্রন্থাবলী কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার তার ঐশ্বর্য রামচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয় । তিনি পরীক্ষার উহা মূলগ্রন্থাবলী অগ্রবাদ বলিয়া প্রকাশ করার, উহা মুদ্রিত করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে । সম্পাদন-বিষয়ে প্রস্তাবক ঐশ্বর্য জ্ঞানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্র এখনও কার্যনির্বাহক সমিতি ও গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে । ঐ অধিবেশনেই রাজকীর প্রাচীন কাগজপত্র হইতে ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল । দ্বিতীয় অধিবেশনে এসিয়াটিক সোসাইটির ( *Bibliotheca Indica* ) দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব আলোচিত হয় । তৃতীয় অধিবেশনে বিশেষ কোন কার্য হয় নাই । চতুর্থ অধিবেশনে “প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী” নাম দিয়া সাধারণ পত্রের আকারে প্রতি দুই মাস অন্তর প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী-প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । উহা প্রকাশার্ক নিয়মিত নিয়মকালিও গৃহীত হইয়াছে ।

(১) “প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী” নামে অনুব ৮ করি করিয়া তৈমসিক পুস্তকাকারে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থসকল প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ ১৮ পটিক কাগজে প্রতি সংখ্যা ১০০০ করিয়া ছাপা হইবে।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্. এ মহাপদ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের সর্ব প্রথম সম্পাদক হইবেন।

(৩) গ্রন্থাবলীতে প্রতি সংখ্যার একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং এতোক পুস্তকের জন্য প্রয়োজন হইলে যতই সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) সমস্ত গ্রন্থের শেষ মুদ্রণসম্পন্ন সর্ব প্রথম সম্পাদক দিবেন এবং তাহার পরামর্শ ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থের সম্পাদন-কাৰ্য্য নির্বাহ হইবে।

(৫) বিভিন্ন পুস্তকের সম্পাদকেরা এতোক ১০ বৎসর করিয়া যত সম্পাদিত পুস্তকাদি বিনা মূল্যে পাইবেন।

(৬) ১৩০৭ সালে এই কাৰ্য্য আরম্ভ করিবার অন্ত আপাততঃ নিয়মিত গ্রন্থগুলি এবং নিয়মিত ব্যক্তিগণ তত্তৎপুস্তকের সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন।

এম্ এ ও তাহার পরিচয়।

সম্পাদক।

১। পোখিন চন্দ্র দীত,  
৮ ছত্র সন্নিক কৃত।  
(বাঙ্গালার প্রথম বৌদ্ধধর্মমূলক গ্রন্থ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
এম্ এ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

২। মনসা-মঙ্গল, ৮ বিকুপাল কৃত।  
(সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মনসা-মঙ্গল।)

শ্রীযুক্ত বাহালচন্দ্র কায়-তীর্থ।

৩। চৈতন্য-মঙ্গল, — ৮ অরবিন্দ বিজ কৃত।  
(চৈতন্য-জীবনী-সংক্ষেপ ইতিহাসিক  
প্রমাণপূর্ণ গ্রন্থ।)

শ্রীযুক্ত কালিদাস দাশ।

৪। বিদ্যাপতির পদাবলী।

(নেপালরাজের পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত  
৪০০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি, ২৭৫টি  
নূতন পদমূলক)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
এম্ এ।

৫। কালিকামঙ্গল, ৮ কুবেরমঙ্গল প্রদীপ্ত।  
(বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান।)

শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র ঘোষ।

৬। বাহু ঘোষের পদাবলী,—

(চৈতন্যমহাবৈ  
বাঙ্গালীলা নামে  
রচিত।)

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ।

৭। ঐতিহাসিক সারসংক্ষেপ—

(মুদ্রিত পত্র আদেশে প্রকাশিত নকল  
কৃত।)

ঐচ্ছিক বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

৮। জগৎসংগঠন—

(জগৎসংগঠনের ভৌত-সংস্কৃতি নবাবি-  
কৃত প্রাচীন বাঙ্গালী গ্রন্থ।)

ঐচ্ছিক অতুলকৃষ্ণ গোখরী

৯। কৃষ্ণপদ-উল্লেখ—

১। ভাস্কর্য্য-কৃত

(ঐচ্ছিক পদ-উল্লেখ)

ঐচ্ছিক অতুলকৃষ্ণ গোখরী।

(৭) কোন পুস্তক এক কর্তার কল প্রকাশিত হইবে না এবং প্রত্যেক পুস্তকের স্বতন্ত্র  
পত্রাঙ্ক দেওয়া হইবে।

(৮) পরিষদের সভাপতি এই গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে পাইবেন, কিন্তু যিনি পরিষদের মাসিক  
টাকা নির্দিষ্ট না দিবেন, তিনি ইহা বিনামূল্যে পাইবেন না।

(৯) পরিষদের সভা-বাড়ীত সাধারণের পক্ষে এই গ্রন্থাবলীর বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল  
সম্বন্ধে সর্বত্র ২০ টাকা।

এ প্রকৃতির গ্রন্থ-সম্পাদন-বিষয়ক কতকগুলি ক্ষমতাও এই অধিবেশনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।  
আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশসমিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিজ্ঞান পণ্ডিতের মহাতারত সম্পূর্ণ মুদ্রিত  
হইয়া বিকসার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মূল পরিষদের সভাপক্ষে ১।০ এবং সাধারণের  
পক্ষে ১।০ নির্দিষ্ট হইয়াছে। পীঠ-ঘর ঘাসের রসমত্তরীও আলোচ্যবর্ষে স্বতন্ত্র পুস্তক-  
কারে প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রকৃতির দুই একপাশি দুই গ্রন্থ পরিষৎপত্রিকারও প্রকাশিত  
হইয়াছে।

(খ) কৃষ্ণবাসী রামায়ণ সমিতি,—আলোচ্যবর্ষে এই সমিতির  
ঘরে পরিষদের আয়-ব্যয়-কার্য্য আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য  
বর্ষে অবেধ্যাকাণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। উত্তরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড  
মুদ্রণবোধ্য হইয়া প্রস্তুত আছে; আগামী বর্ষে অর্থাৎ ১৩০৭ সালে তাহাও  
প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(গ) পরিভাষাসমিতি,—আলোচ্যবর্ষে সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার  
ষষ্ঠ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি-  
পূর্বে পত্রিকার প্রকাশিত ভৌগোলিক পরিভাষা-সংশোধনের আবশ্যকতা  
অনেকেই দেখাইয়াছিলেন। পরিভাষা সমিতির সম্পাদক ঐচ্ছিক রামেন্দ্র  
স্বয়ং দ্বিবেদী মহাশয় তদনুসারে রূপ-প্রকাশিত পরিভাষার সংস্কার করিয়া

পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এন্, মহাশয়কে দেখান। তিনি অনুমোদন করার উহা পরিকার ষষ্ঠ ভাগ চতুর্থ সংখ্যার সাধারণের সমালোচনার জন্য পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা বহুত্বভাবে বৃদ্ধিত করাইয়া পরিভাষা সমিতির সভাপতি ও অধ্যক্ষ অতিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট প্রেরিত হইয়াছে; আগামী বৎসরে তৌলৌলিক পরিভাষা সুসংশোধিত আকারে উপস্থিত করিতে পারা যাইলে, এরূপ আশা করা যায়। এতদ্বিধা পনিকার ষষ্ঠ ভাগ তৃতীয় সংখ্যার জ্যোতিষিক পরিভাষা ও চতুর্থ সংখ্যার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটির জন্য শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এলের এবং দ্বিতীয়টির জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। এতদ্বিধা আলোচ্য বর্ষে পরিভাষা-সঙ্কলন-সম্বন্ধে আর একটি প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কাশ্মীরে হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য "নাগরী প্রচারিণী সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামচন্দ্র দাস উহার সম্পাদক। উক্ত সভাও হিন্দীতে পরিভাষা সঙ্কলনে রতী হইয়া পরিষদের সাহায্য আর্শনা করিয়াছেন। উক্ত সভা পরস্পর সাহায্য করিলে পরিভাষা-সঙ্কলন-কাণ্ড সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইলে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

( ঘ ) প্রাচীন শব্দসমিতি,—এই সমিতির অন্ততম সভা শ্রীযুক্ত ফানাইলাল ঘোষাল মহাশয় দেশকল শব্দসংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে তিনি কৃষিসম্বন্ধে অনেকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

( ঙ ) ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি,—পূর্ণ বৎসরে এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত এই সমিতির সভ্য ও অধ্যক্ষ অতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ব্যাকরণ ও ভাষাগত কতকগুলি প্রশ্ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কয়েক জনের নিকট হইতে উহার উত্তর পাওয়া গিয়াছিল। এই সমিতির সম্পাদক ঐ সকল উত্তরের মর্ম্ম অবগত হইয়া আপাততঃ এতরূপ অতিপ্রাণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, উপস্থিত প্রশ্নসীতে কোন কাজ হইবে না। বৎসর পরিষৎ হইতে কতকগুলি ভাগ গ্রন্থ প্রকাশিত না হইতেছে, তাবৎ বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের অঙ্গদর্শ সাধারণের গোচর হইতেছে না। এই কারণে তিনি এই সমিতির কাণ্ড স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

( চ ) ও উক্তরের সাহায্য বৎসর "ব" পরিণিতে হইবে। )



(চ) প্রাচীন সাহিত্যসমিতি,—আলোচ্য বর্ষেও এই সমিতির সম্মানক শ্রীবৃদ্ধ যুগলকান্তি সোমের বরে কতকগুলি নূতন পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সমিতির সভ্য শ্রীবৃদ্ধ কালিদাস নাথ তাঁহার পূর্ব-সংগৃহীত “জগদানন্দ পদাবলী” বতর পুস্তকাকারে পরিবর্তন হইতে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন।

(ছ) গ্রন্থ সমিতি,—এই সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে সমিতির অন্তর্গত সভ্য এবং পরিষদের সভাপতি শ্রীবৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরনাথ ঠাকুর বহাশর শাকাল্য ভাষার পাণ্ডিত্য-দর্শনের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য “একাসের দর্শন” নামক দ্বিতীয় প্রকাশাবলী রচনা করিয়াছেন। উহা হইতে তিনটা প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষের তিনটি বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। তাহাবরণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমিতির অন্তর্গত সভ্য শ্রীবৃদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, সাংবাদ্যর্শন-সংকে যে পুস্তক লিখিবার ভার লইয়াছেন, তাহার অন্তর্গত “অপর। প্রকৃতি” নামক প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণও পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(জ) শিক্ষা সমিতি,—আজ্ঞাপন মাসিক অধিবেশনে গভ-বোর্ডের নূতন প্রস্তাবিত বাকাল্য শিক্ষাঙ্গণালীর সংগঠন-প্রস্তাব করিবার জন্য যে শিক্ষাসমিতি গঠিত হয়, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল,

শ্রীবৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরনাথ ঠাকুর ... .. সভাপতি।

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| মাননীয় | • | কলকাস বন্দোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল্।              |
|         | • | হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্।                |
|         | • | সারদাচরণ বিস এম, এ, বি, এল্।                     |
| মাননীয় | • | আশুতোষ সুবোধাচার্য এম্ এ, ডি এল্।                |
|         | • | আমলকমোহন বসু এম্ এ, বারিষ্টার।                   |
|         | • | সারদাচরণ রায় এম্ এ।                             |
|         | • | রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ।                  |
|         | • | শিবাব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় বি, এম।                 |
|         | • | সুপেন্দ্রনাথ বসু।                                |
|         | • | বোমকেশ মুর্ত্তিকী।                               |
|         | • | অমৃতলাল বসু।                                     |
|         | • | রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্, সম্মানক। |

এই সমিতির সাতটি অধিবেশন হইয়াছিল। গভবোর্ডের প্রস্তাবিত

নূতন প্রণালীর বিশেষ আলোচনা করিয়া উহার সংশোধনার্থ এই সমিতি প্ৰত্যেকটি পাঠ্যটীকার ভিত্তি আবেদনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং তাহা পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির হস্তে দিয়া সমিতি ভঙ্গ করেন । এই আবেদনের বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে ।

( ঝ ) নিয়মাবলী-সংস্কার সমিতি,—কার্য-নির্বাহক সমিতির নবম অধিবেশনে আসামী বর্ষের ভিত্তি নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্তনাদি করিবার ভিত্তি এই সমিতি গঠিত হয় । ইহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য গৃহীত হন,

শ্রীযুক্ত বাবু বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি, এল ।

.. শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ এম এ, বি, এল ।

.. শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ ।

.. শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ চৌধুরী ।

.. শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ চৌধুরী ।

এই সমিতির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বোম্বাই-কেশ মুস্তফীজ্ঞত এক পাণ্ডুলিপি আলোচিত হয় । তৎপরে আর এক অধিবেশনে রামেন্দ্র বাবু প্রস্তাবিত কয়েকটি নূতন নিয়ম এবং রামেন্দ্র বাবু কয়েকটি চূর্ণক শ্রীযুক্ত বাবুকে দেওয়া হইয়াছে । শ্রীযুক্ত বাবু উহার আনুগত্যমত পরিবর্তনাদি করিয়া বীর নন্দবাসহ মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন ।

এতদ্বির অজ্ঞাত শাখাসমিতিগুলির কার্য আলোচনার্থে বিশেষ কিছু ব্যয়সহ না হওয়ায় কার্যনির্বাহক সমিতির সপ্তম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বোম্বাই-কেশ মুস্তফীজ্ঞ প্রস্তাবমতে ২০ চৈত্র সোমবার অপরাহ্ন ৫৪০টার সময় পরিষদের নূতন কার্যালয়ে সমস্ত শাখাসমিতির এক সমবেত অধিবেশন হয় । উক্ত অধিবেশনে বহু আলোচনার পর এবং পরিষদের ২৩শে চৈত্রের দশম মাসিক অধিবেশনের অগ্রদূতদেব সমস্ত শাখাসমিতি নিম্নলিখিত ভাবে পুনর্গঠিত হওয়া অবধারিত হয় । একতাতীয় বিভিন্ন শাখাসমিতি মিলিত করিয়া, তৎ-সমস্তের সভাপত্যকে লইয়া এক একটা মূল শাখাসমিতি গঠিত করিলে শাখা-সমিতির উক্ত অধিকতর সুবিধার সহিত সাধিত হইবে বিবেচনায়, শ্রীযুক্ত বাবু বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপত্যের পদ্যাব অনুসারে,—

(১) গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি, প্রাচীন সাহিত্যসমিতি, কুতিবাসী বামায়ণ সমিতি, কাশীদাসী মহাভারত সমিতি, কবিকঙ্কন চণ্ডীসমিতি এবং রামমোহনের বামায়ণ সমিতি মিলিত হইয়া “গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি” নামক একটি মূল শাখা-সমিতি গঠিত হয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ যথাক্রমে তাহার সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদক নিয়োজিত হন এবং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ অঙ্কন, সংগ্রহ, সংরক্ষা ও প্রকাশ করাই ঐ শাখাসমিতির কার্য্য নির্ণীত হয়। অয়োজন হইলে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ, নিজেদের মধ্য হইতে একটি কাণ্যানীকাতক সমিতি গঠন করিবার পক্ষে এই সমিতির সভ্যগণের অধিকার আছে।

(২) পরিভাষা সমিতি ও উদ্ভিদ পরিভাষা সমিতি মিলিত হইয়া “পরিভাষা সমিতি” নামক একটি মূল শাখা সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-শঙ্কর গিবেদী এম্ এ, তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন।

(৩) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাট বিবেচনায়, ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি নামের পরিবর্তে ঐ সমিতির নাম “ভাষাবিজ্ঞান সমিতি” হয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি, এল্., তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক বিভিন্নতা এবং ঐতিহাসিক ক্রম অঙ্কন ও আলোচনা করা ঐ শাখাসমিতির কার্য্য নির্ণীত হয়।

(৪) ঐতিহাসিক সমিতির কার্য্য কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া এবং প্রাচীন শব্দ সমিতির কার্য্য কিছু বৃদ্ধি করিয়া উভয়ের পরিবর্তে “শব্দসমিতি” নামক একটি মূল শাখাসমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন। এতদ্বিন্ন শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বসুতীর প্রস্তাবে

(৫) গাছসমিতি নামের পরিবর্তে, ঐ সমিতির নাম “গ্রন্থ-বচনা সমিতি” হয় এবং নিয়মাবলীর ২৪ ও ২৫ ধারা অনুসারে কার্য্য করিবার ভারসহ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হয়।

এইরূপে একত্রে পরিষদের মোট পাঁচট শাখাসমিতি একপ্রকার স্থায়ীভাবে গঠিত হইয়াছে,—(১) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (২) পরিভাষা সমিতি, (৩) ভাষা-বিজ্ঞান সমিতি, (৪) শব্দ সমিতি ও (৫) গ্রন্থবচনা সমিতি। নিয়মাবলীর

সংস্কার হইয়া গেলে, নিয়মাবলী-সংস্কার সমিতি পূৰ্ণ পূৰ্ণ বাৰেৰে জ্ঞায় ভক্ত হইবে ।

**পরিষৎ পুস্তকালয়,**—আলোচ্য বৰ্ষেৰ শেষে পুস্তকালয়ে

সৰ্বমুঠ ৮৫৮ খানি পুস্তক ও ১৮ খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিয়মিত ভাবে ৪২ খানি সাৰ্ষিক পত্র আসিতেছে । ১৩০৫ সালেৰ শেষে পুঁথিৰ সংখ্যা ৭২২ খানি ছিল, আলোচ্য বৰ্ষে আৰ ৬৬ খানি পুস্তক বাঢ়িয়াছে, ইহাৰ মধ্যে ৪ খানি ক্রীত এবং ৬২ খানি উপহাৰ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ইহাৰ মধ্যে ২ খানি হিন্দী, ১৩ খানি ইংৰাজী, ১ খানি সংস্কৃত ও ৪০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক । আলোচ্য বৰ্ষে যিনি ষষ্ঠ-গুলি পুস্তক উপহাৰ দিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহাৰ তালিকা প্রদত্ত হইল ( ৫ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ) । আলোচ্য বৰ্ষে পুস্তকালয় হইতে সভাপণ ২১৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ্য কৰিতে লইয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ পরিষৎ পুস্তকালয়ৰ উন্নতি-বিধানার্থ আলোচ্যবৰ্ষে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পরিষদেৰ বৰ্ত্তমান কাৰ্যালয়ে ইংৰাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র প্রাপ্ত ও অপূৰ্ণ সাধাৰণেৰ পাঠেৰ জ্ঞায় রাশা হউক । অমৃত-বাজার পত্রিকাৰ সম্পাদক ও স্বাধিকারী মহাশয়েৰা ইংলণ্ডেৰ কাৰ্যালয়েৰ নানাবিধ বিদেশীয়, ভাৰতেশ্বৰ অঙ্গ প্রদেশীয় ইংৰাজী এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র এতদ্বন্দ্বেশে দান কৰিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । সৰ্বসম্মতিক্রমে এট প্রস্তাবানুসাবে কাৰ্য্যও আৰম্ভ হইয়াছে ।

**পুঁথি-সংগ্ৰহ,**—আলোচ্য বৰ্ষে পরিষৎ হইতে পুঁথিসংগ্ৰহ

কাৰ্য্যবিশেষ অগ্রসৰ হয় নাই, কেবল পরিষদেৰ অন্ততম সদস্য শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত কাৰ্ণাটাসী মহাভাৰতেশ্বৰ কয়েক পৰ্ব্ব ভাষাদিক বৰ্ষেৰ পুঁথি অতি সামান্য মূল্যে সংগ্ৰহ কৰায় উহা পরিষৎ হইতে ক্রীত হইয়াছে । এতদ্বিধ বিষয়কোষ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বসুৰ জ্ঞায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বরেন্দ্ৰনাথ শাস্ত্রী এন, এ, মহাশয়ৰ অসংগৃহীত প্রায় ৪।৫ শত বাঙ্গালা পুঁথি পরিষদেৰ কাৰ্য্যে নিয়োজিত কৰিতে এবং প্রয়োজন হইলে এসিয়াটিক সোসাইটিৰ লাইব্ৰেৰী হইতে বাঙ্গালা পুঁথি আনাটয়া দিতে বতঃপ্রস্তুত হইয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । এক্ষন্ত পরিষৎ তাহাৰ নিকট অঙ্গগৃহীত হইয়া গহিলেন ।

আগামী বর্ষে নব-প্রস্তাবিত “প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী” প্রকাশ-কল্পে মহা-  
বহোপাধ্যায় মহাশয়ই নিজ পুঁথি হইতে ৫ বানি পুঁথি দিয়াছেন।

**বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা,**—পরিষদের চেটায় এক, এ, ৩ বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা লইবার যে প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পূর্ব পূর্ব বার্ষিক বিবরণীতে আছে। বৎসর বৎসর এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে। গত ইংরাজী ১৮৯৮ সালে যে পরীক্ষা হয়, তাহার বি, এ, পরীক্ষার বাঙ্গালা রচনার শ্রীযুক্ত পকানন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব প্রথম হন। আলোচ্যবর্ষে রামা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, তাহাকে এককালীন ৫০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। গত ১৮৯৯ সালের বি এ পরীক্ষায় যিনি সর্বপ্রথম হইয়াছেন, তাহার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় (ঢাকা কলেজ।) ১৮৯৯ সালে মোট ২৮০০ জন এবং গত ১৯০০ সালের পরীক্ষায় ৩১৩৩ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল।

**রাজবৃত্তি লাভ,**—একদিন এদেশে সাধারণ সাহিত্য সেবি-  
গণ গভর্নেন্ট হইতে কোনরূপ রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন না। টোলের  
অধ্যাপকেরা উপাধি-পরীক্ষায় ছাত্র পাঠ্যগ্রন্থ ছাত্রকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে  
পারিলে কিছু কিছু অর্থ পুরস্কাররূপ এককালীন দান পাইতেন মাত্র। আলোচ্য  
বর্ষে কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপলক্ষ করিয়া হুংর সাহিত্য-সেবীকে  
রাজ-বৃত্তি দিবার প্রস্তাব রাজা নরসিংহরায়ের প্রায় সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গভর্নেন্টে  
উপস্থিত করেন। পরে গভর্নেন্ট হইতে ইরূপ বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।  
আলোচ্য বর্ষে মহাতারতের ইংরাজী অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন  
মহোপাধ্যায় মহাশয়কে মাসিক ২০ টাকা এবং পরিষদের দ্বিতীয় সভা বাঙ্গালা  
ভাষার সর্ভাপেক্ষা বৃহৎ ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ, এবং  
কবির শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও মাসিক ২৫ টাকা করিয়া  
রাজ-বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। পরিষৎ এই সকল সংবাদ আনুষ্ঠানিক আনন্দপ্রকাশ  
করিতেছেন। কবির হেমচন্দ্রের বৃত্তি-নির্ধারণ জন্ত পরিষদের আবেদন  
গভর্নেন্ট অফ্‌ গ্রন্থপুস্তক গ্রাহ্য করিয়াছেন জানিয়া গভর্নেন্টকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার  
সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। (গভর্নেন্ট হইতে উক্ত আবেদনেরববে উত্তর আসিয়াছে, তাহা  
“৭।১” পরিধিষ্ট হইবে।)

**আব্র ব্যয়,**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট আয় ২৮৯৮৬/১৫ হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ববৎসরের উদ্ধৃত ১৬১৯৬/১৫ ছিল। উহা বাদে আলোচ্য বর্ষের সর্বপ্রকারে আয় ২৭৩৯০ টাকা। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় ২৫১৩৬৬/১৫ টাকা হইয়াছে। উহা বাদে বর্ষশেষে মোট ৩৮১১/০ টাকা মজুত আছে। ইহার মধ্যে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ২২৫৭ টাকা ও ধনরক্ষকের নিকট ১৫৮১/০ টাকা আছে। (বিশেষ বিবরণ “৫” পরিশিষ্টে উক্তব্য।)

**গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল,**—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে এই তহবিলে ৮৯৬৬৬/০ মজুত ছিল। ইহার ধনরক্ষক রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়রক্ষক দেব বাহাদুর আলোচ্য বর্ষে প্রাচীনগ্রন্থ প্রকাশের জন্ত এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুকে ৫৭৫৭ টাকা এবং ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের ব্যয় ৭৫৭ টাকা দেওয়ার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ১৭৫৭ ও ধনরক্ষক রাজা বাহাদুরের নিকট ৭১৬৬/০ মজুত আছে। (বিশেষ বিবরণ “৬” পরিশিষ্টে উক্তব্য।)

**পরিষৎ-কার্য্যালয়ে স্থানান্তর-করিবার চাঁদা,** পরিষৎ স্থানান্তরিত করিবার অতিরিক্ত ব্যয়-নির্কাহার্য পরিষদের হিষ্টেবী কতিপয় বছর আলোচ্য বর্ষে কিছু টাকা এককালীন দান করেন। উহা হইতে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ক্রয়ে এ পর্য্যন্ত ৩৫০৭ খরচ হইয়াছে। এতদ্বির পরিষদের-কতিপয় বছর কতকগুলি প্রয়োজনীয় আসবাব পরিষৎকে দান করিয়াছেন। ঐ সকলের মূল্যও ২০০৭ শত টাকার নূন নহে। ইহাদের নাম ও দানের পরিমাণ প্রকাশ করিতে নিবেদন থাকার তাহা প্রকাশিত হইল না।

**এনসাইক্লোপিডিয়ার চাঁদা,**—পূর্ববর্ষে এনসাইক্লোপিডিয়া ক্রয় করিবার জন্ত একটি বিশেষ চাঁদা সংগৃহীত হয়। ১ জন লোকে ১৮০৭ টাকা চাঁদা দ্বান্বিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে পূর্ব বর্ষে ২৯০ ও আলোচ্য বর্ষে ৬৫৭ টাকা, মোট ৭৪৬০ টাকা মাত্র আদায় হইয়াছে। সকলে চাঁদা দেন নাই; বাকীরা দিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আর ৫০৭ টাকা বাকী আছে।—উহা আদায় হইলে এই পুস্তক ক্রয় করিতে যে ৩০০৭ টাকা খরচ পড়িয়াছে, উহার মধ্যে পরিষদের তহবিল হইতে ২০৫৯০ টাকা লাগিয়াছে বলিতে হইবে।

## বেণ্ডল পার্টির টাঁদা,—

পূর্ববর্ষে বেণ্ডল সাহেবের অভিনয়নের অতিরিক্ত ব্যয়-নিরূপার্থ অতিরিক্ত টাঁদা সংগ্রহ করা হয়। ১৪ জনে ২৫৪০ টাকা টাঁদা দান করিলেন; কিন্তু পূর্ববর্ষের ৮৩১০ ব্যতীত বাকী ১২১ টাকা আলোচ্য বর্ষেও আদায় হয় নাই।

## পুস্তকালয়ের এককালীন টাঁদা,—

পরিষৎ-পুস্তকালয়ের উন্নতি করে ৮ জন লোকে ৬৩১ টাকা এককালীন দান করিতে স্বীকৃত হন। পূর্ববর্ষে তদ্ব্যতী ৫২১ টাকা আদায় হয়। আলোচ্যবর্ষে বাকী ৪১ টাকা আদায় হয় নাই।

## কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ,—

আলোচ্যবর্ষে পরিষৎ অনেকের নিকট নানাবিধ প্রকারে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বহু ও সাহায্যে পরিষৎ আর এক বৎসর নিরীক্ষিত স্বকর্ষাসাধন করিয়া উন্নতি-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষৎ বিনোদ-ভাবে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। আলোচ্যবর্ষে পুরস্কার-দাতা শ্রীযুক্ত মনমথচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ ও রাজা শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আছেন। শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কেবল পুরস্কার নহে, নব-প্রস্তাবিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী-প্রকাশের অর্ধেক ব্যয় দিতে প্রস্তুত হওয়ার পরিষৎ তাঁহার নিকট আরও কণী। আলোচ্য বর্ষে বাহারা পরিষদে গ্রন্থ, পুঁবি, সাময়িক পত্র প্রভৃতি উপহার বা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিষৎ অন্তরের সহিত অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছেন এবং বাহারা পরিষদের পুস্তকালয়ে পরিষদের পাঠকবর্গের জন্য নানাবিধ সংবাদ-পত্র নিয়ম মত প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলেন। তাঁহাদের বদান্ততাতেই পরিষৎ-পুস্তকালয়ের এতটা উন্নতি হইয়াছে। পরিষৎ আশা করেন, বাহারা গ্রন্থকার, সম্পাদক ও পুস্তকাদি-প্রকাশকগণের এই অল্পগ্রন্থ আগামী বর্ষেও অল্পগ্রন্থ থাকিবে। যে সকল ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র পরিষদের কার্য-বিবরণী ও বিজ্ঞাপনাদি অল্পগ্রন্থপূর্বক প্রকাশ করিয়া পরিষদের কার্য সম্পন্ন হইতে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারাও পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া-

ছেন, বলিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্থ । তৎপরে পরিষদের অবৈতনিক কর্মচারি-  
গণ কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যগণ, শাখা-সমিতির সম্পাদকগণ ও সভ্যগণ  
এবং সাধারণ সভ্যগণের মধ্যে ধোঁহারা সর্বদা মাসিক সভায় উপস্থিত হইয়া  
পরিষদের কার্য-সম্পাদনে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের  
নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ । এই স্থলে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত  
বিক্রেতানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যিক । গত  
তিন বৎসর কাল তিনি বৃদ্ধ বয়সে, অগ্রহ-দেহে যেরূপ অশ্রম পরিশ্রম করিয়া  
পরিষদের কার্য নিরূপ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় । তাঁহার জ্ঞান ধীর,  
স্থির, গভীর ও শাস্ত্র-প্রকৃতিক অব্যয় গভীর-বুদ্ধিশালী সভাপতি পাইয়া পরিষৎ  
গৌরবাধিত হইয়াছেন ।

**পরিষদের গৃহ-নির্মাণ ;**— উপসংহার কালে একটা বিশেষ

আনন্দকর সংবাদ শুনাইয়া এই কার্য-বিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে ।  
বিষয়টি যদিও আলোচ্য বর্ষে ঘটে নাই, তথাপি কার্যবিবরণ-প্রকাশের পক্ষেই  
ঘটায়, উহার জ্ঞায় প্রয়োজনীয় ও আনন্দকর সংবাদ ইহার মধ্যে সরিষিট না  
করিয়া থাকিতে পারা যায় না । পরিষদের অজ্ঞাতম সভা শ্রীযুক্ত চাকচক্র  
ঘোষ কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের  
নিকট কোন সময়ে পরিষদের নিজের বাটী-নির্মাণের জন্ত একটু জমী চাহিয়া-  
ছিলেন । সদয়-হৃদয়, বিদ্যোৎসাহী মহারাজও তাহাতে সম্মত হন । পরে  
গত শুভ ফাইভের চুতীতে শ্রীযুক্ত চাকচক্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত  
এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ওপা ও  
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কাশীমবাজারে গিয়াছিলেন । মহারাজও পরিষদের  
বাটী-নির্মাণার্থ তাঁহার কনিকাতার জমী হইতে পরিষদের গৃহোপযোগী জমী  
দান করিয়াছেন । তৎপরে হীরেন্দ্রবাবুপ্রকৃতি নসীপুরের রাজা মাননীয়  
শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত  
বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করায়,  
তাঁহারাও পরিষদের বাটী-নির্মাণার্থ অর্থ-সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিয়া-  
ছেন । পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞভাবে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে এবং  
অজ্ঞাত সঙ্কল্প ব্যক্তিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন । চাকবাবু-প্রকৃতি যে পাঁচ-



কনের আন্তরিক যত্নে ও পরিচর্যে এতদিন পরে পরিষদের নিজের একটা আশ্রয় স্থান হইবার সুযোগ হইল, তাহারাতঃ পরিষদের অসংখ্য বক্তব্যের পার। ইংহানের নিকট ও কৃষি-দাতা মহাত্মক বাহাদুরের নিকট পরিষৎ চির-স্থায়ী রহিলেন।

**উপসংহার;**—পরিষৎ বঙ্গাঙ্গী বীর উদ্দেশে লক্ষ্য রাগিয়।

আজ ছয় বৎসর কাল অন্ন-বিস্তার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহার স্বতঃ পরতঃ স্বেচ্ছায় আত্মকাল বাকাল্যের প্রাচীন লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থোদ্ধারের প্রতি সাধা-রণের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন প্রায় সমস্ত মাসিক পত্রই কিছু না কিছু প্রাচীন-বাকাল্য-সাহিত্যের সংগ্রহ পাকে। পুরাতন কবির বিবরণ দিতে পারিলে, পড়িতে পাঠিলে, সাময়িক পত্রের লেখক ও পাঠক যেন মহাকৃপ হন। পরিষদের প্রভাবে এখন মফঃস্বলেও অনেক স্থান হইতে পুরাতন গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষমতা-সমিতি হইয়াছে। অনেক মাক্তাবাগরণী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি অনেকগুলি পুরাতন বাকাল্যগ্রন্থের উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়েও উচ্চ পরীক্ষায় বাকাল্য-ভাষার রচনা-পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হুদুহ পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র বাকালী কৃতবিদ্যাগণকটুক কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ছাত্রাগার সমক্ষে বাকাল্যভাষায় আলোচিত হইতেছে। পরিষদের প্রতি মাসিক অধিবেশনে এখন অনেক সমবেত হইয়া বাকাল্য-সাহিত্য লইয়া ছন্দ ও কথাবার্তা করিয়া থাকেন, ইহাও কম সুলক্ষণ নহে। ইহার উপর দেশের মাঙ্গল্য সত্ত্বার শিক্ষিত ব্যক্তি-সমিলাসগণও দিন দিন পরিষদের বীর দ্বির কার্য্য-প্রণালীতে প্লীত হইয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন, ইহাও পরিষদের কৃত-কারিতার একটা পরিচয় বটে। বাহা হউক, অবশেষে উপসংহার স্বলে এই লগ্নম বর্ষে নব অমুরাগে ও উৎসাহে কার্য্য করিতে প্ররম্ব হইয়া পরিষৎ বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন যে, এই শিশু সাহিত্যালোচনী সত্তার ইহার প্রবর্তিত সমুদায়-সমূহে যেন আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া, ইহার উদ্দেশ্য সকল করেন।

সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়,

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

৩০শে চৈত্র, ১৩০৩ সাল।

২৫৩২৪/৩১

কার্য্য-নির্বাহক সমিতির অধুমতিক্রমে

শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,

অদৈতনিক সম্পাদক।

১২৭২/১৩০৩

“ক” পরিচিতি ।

## সভ্যবর্গের নাম ও ঠিকানা ।

- ১। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বনাথ ঠাকুর, (বিশিষ্ট), ৬নং ধারকানাথ ঠাকুরের লেন,  
বোড়াসাঁকো, কলিকাতা ।
- ২। “ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (বিশিষ্ট), বাহুব-কুটার, ঢাকা ।
- ৩। “ চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল, (বিশিষ্ট), ৫নং রত্ননাথ চট্টো-  
পাধ্যায়ের লেন, বাহুড়াবাগান, কলিকাতা ।
- ৪। “ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, (বিশিষ্ট), পদ্মপুকুর  
রোড, বিদ্যাসুন্দর ।
- ৫। “ নবীনচন্দ্র সেন, বি এ, (বিশিষ্ট), ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা  
ত্রিপুরা ।
- ৬। “ রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ট, (বিশিষ্ট), অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি  
সিটি কলেজ, লণ্ডন ।
- ৭। Sir George Biddwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), ইংলণ্ড ।
- ৮। Jhon Beams. Esqr. (বিশিষ্ট), ইংলণ্ড ।
- ৯। “ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ২নং টোব রোড বাণীপল্লী ।
- ১০। “ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শোভাবাজার রাজবাটি, ১০৬।১  
গ্রে ট্রাট, কলিকাতা ।
- ১১। “ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, (দ্বিষাপতিয়া রাজবাটি) ৮৬নং  
সোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।
- ১২। “ “ হেমেন্দ্রকুমার রায়, (দ্বিষাপতিয়া রাজবাটি) ৮৬নং  
সোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।
- ১৩। “ “ যশধনাথ বিদ্য রায় বাহাদুর, কামাপুকুর রাজবাটি,  
১ নং কামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।
- ১৪। “ “ দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, সিয়ারশোল রাজবাটি, রাণীপল্লী  
বর্ডমান ।
- ১৫। “ “ প্রমথনাথ মালিয়া, সিয়ারশোল রাজবাটি, রাণীপল্লী,  
বর্ডমান ।
- ১৬। “ “ শরৎকুমার রায়, জমিদার, রাজবাটি, কালী, বরিশাদাস ।

- ১৭। শ্রীমুক্ত সখীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬নং হারকানাথ ঠাকুরের লেন,  
বোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
- ১৮। " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ২ নং কালীপত্র রোড,  
কলিকাতা।
- ১৯। " শগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬নং হারকানাথ ঠাকুরের লেন,  
বোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
- ২০। " কিতৌন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এ, তদ্বিনিধি, জমিদার, ৬নং হারকানাথ  
ঠাকুরের লেন, বোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
- ২১। " দয়ানাথ ঘোষ, জমীদার, ৪৭ নং পাথুরেঘাটা ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২২। " রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ; বি এন্স জমীদার, (টাকী  
২৪ পরগণা), কুড়িঘাটা, বরাহনগর।
- ২৩। " তেজচন্দ্র বসু মলিক, জমীদার, ১২নং ওয়েলিংটন হোয়ার,  
ডিম্ভাডাঙ্গা, কলিকাতা।
- ২৪। " অক্ষয়কুমার মিত্র, জমীদার, ২০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রট, দরভী-  
পাড়া, কলিকাতা।
- ২৫। " অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি এ, জমীদার (রাণাঘাট)  
২৮ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
- ২৬। " দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জমীদার (চোগাছা, খুলনা), ৮২নং  
সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২৭। " বোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জমীদার, ১নং নিমকমহল রোড,  
বিদ্যিরপুর।
- ২৮। " অচ্যুতচরণ চৌধুরী, তদ্বিনিধি, জমীদার, মৈন্য, কানাইবাজার,  
শ্রীহট্ট।
- ২৯। " বনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমীদার, সন্দা-পুচরিবী, পোঃ আঃ শ্রাম-  
পুর, জেলা রঙ্গপুর।
- ৩০। " নন্দলাল পোঁধানী, জমীদার, শ্রীরামপুর, হুগলী।
- ৩১। " নৃসিংহদেব চক্রবর্তী, জমিদার, ঞ্জাঙ্গিয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মন-  
সিংহ।

## বর্ষ বাবিক বিবরণ ।

৩৮

- ৩২ । " রবীন্দ্রবোহন মলিক, জমীদার, বেহেরপুর, নবীয়া ।
- ৩৩ । " নৃত্যসোপান বসু, জমীদার, মজিনপুর, জয়নগর ।
- ৩৪ । " প্রিয়নাথ মিত্র, জমীদার, ঐ ঐ ।
- ৩৫ । " বিনোদবিহারী বসু, বি এ, জমীদার ৩৫১২ বাগবাড়ার ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা ।
- ৩৬ । " বিপিনবিহারী বসু, বি এ, জমীদার, ৩৫১২ বাগবাড়ার ষ্ট্রীট,
- ৩৭ । " নরনাথ সুখোপাধ্যায়, জমীদার, হোলিহোম, ২২নং বেনিয়াপুকুর  
রোড, ইটানী, কলিকাতা ।
- ৩৮ । " হেবেত্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, জমীদার ( চৌধাঙ্গী ), ৮২ নং নীতা-  
বাব ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৯ । মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; ডি এল্  
১২নং বটতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা ।
- ৪০ । মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩নং আলবাট রোড,  
শিদিপুর ।
- ৪১ । মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ সুখোপাধ্যায়, এম্ এ; ডি এল্; এফ,  
আয়, এস, ই, ৭৭ নং রসা রোড, তবানীপুর ।
- ৪২ । মহাবহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ১২১১৪ পটলডাঙ্গা  
ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৪৩ । রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭নং মণিকতলা ষ্ট্রীট, রাম-  
বাগান, কলিকাতা ।
- ৪৪ । রায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি ; এফ, সি, এস,  
২৪ নং মহেন্দ্রনাথ বসুর লেন, প্রাণবাড়ার, কলিকাতা ।
- ৪৫ । শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু এম্ এ ; সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট (নদীয়া), ৬০নং হরি-  
ঘোষের ষ্ট্রীট, বরজীশাড়া, কলিকাতা ।
- ৪৬ । " বরদাচরণ মিত্র এম্ এ ; সি, এস, অফ, রঙ্গপুর ।
- ৪৭ । এ, চৌধুরী, কোয়ার, এম এ, ব্যারিস্টার, ৭৬নং লোয়ার সারকুলার  
রোড, কলিকাতা ।
- ৪৮ । এম, সি, মলিক কোয়ার, ১১নং লালবাড়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

- ৩৯। সি, এন, মিত্র কোয়ার, ব্যারিষ্টার, ২০২ নং লোয়ার সারকুলার রোড,  
কলিকাতা।
- ৪০। সি, আর, হাস কোয়ার, ব্যারিষ্টার, ১১নং বেদিয়াপাড়া রোড,  
ভবানীপুর।
- ৪১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ; বি এল্, এটর্নী, ১৩২ নং কর্ণওয়ালিস  
স্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।
- ৪২। " সারদাচরণ মিত্র এম্ এ; বি এল্, উকীল, ৮৭নং গ্রে স্ট্রীট, হাতি-  
বাগান, কলিকাতা।
- ৪৩। " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; বি এল্, উকীল, ও অধ্যাপক  
রিপন কলেজ, ১২ নং বঙ্কিম রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
- ৪৪। " যোগীন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এ; বি এল্, এটর্নী, ১৭১নং মণিকতলা  
স্ট্রীট, গ্রামবাগান, কলিকাতা।
- ৪৫। " ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম্ এ; বি এল্, উকীল, ৭নং রাধানাথ বহুর  
লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।
- ৪৬। " প্রমথনাথ দত্ত এম্ এ; বি এল্, ৭১নং সীতারাম বোম্বের স্ট্রীট,  
কলিকাতা।
- ৪৭। " নলিনীনাথ সেন এম্ এ; বি এল্, উকীল, ৫৭ নং নিমতলা স্ট্রীট,  
কলিকাতা।
- ৪৮। " ত্রৈলোক্যনাথ তর্কচাৰ্য্য এম্ এ, বি এল্, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট,  
গয়া।
- ৪৯। " অক্ষয়কুমার ঠাকুর, এম্ এ; এটর্নী, ২২নং দম্ভাঘাটা, পোস্তা,  
কলিকাতা।
- ৫০। " রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এটর্নী, ৩নং হারকানাথ ঠাকুরের লেন,  
বোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
- ৫১। " শিবপ্রসন্ন তর্কচাৰ্য্য, বি এল্, উকীল, ১৭১৪ কেবিডাল মিশন  
লেন, কলিকাতা।
- ৫২। " অমৃতকুমার মলিক, বি এল, উকীল, ২নং শিবশঙ্কর মলিকের লেন,  
ভাদ্রপুর, কলিকাতা।

- ৩৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, জবীদার, এটর্নী ১১৩ গ্রে ইন্ট, শোভাবাজার কলিকাতা ।
- ৩৪। " তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, কলকাতা, মদীরা ।
- ৩৫। " অবিনাশচন্দ্র দাস, এম্ এ; বি এল, উকীল আদ্বিষদ, মুরনি-  
দাখান ।
- ৩৬। " পূর্ণেশ্বরনারায়ণ সিংহ, এম্ এ ; বি, এল, উকীল, বাকীপুর,  
পাটনা ।
- ৩৭। " যদুনাথ সিংহ, এম্ এ; বি এল, উকীল বাকীপুর, পাটনা ।
- ৩৮। " নিখিলনাথ রায় বি এল, বহরমপুর, খাপড়া, মুরনিদাখান ।
- ৩৯। " যদুনাথ দে, বি, এল, উকীল, বাকীপুর ।
- ৪০। " কুলদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; বি এল, উকীল, বাকড়া ।
- ৪১। " বোম্বাইচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্ এ; বি এল, উকীল, দিনাজপুর ।
- ৪২। " কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী, বি এল, উকীল, ঘোড়াঘাটা,  
রাজশাহী ।
- ৪৩। " কালীপ্রসন্ন বসু, বি এল, উকীল, মীরট ।
- ৪৪। " কীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ, অধ্যাপক জিঃ এঃ, ইন্টিঃ  
২৬নং হরলাল মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ।
- ৪৫। " রাধেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, এম্ এ, অধ্যাপক রিপন কলেজ, ৬নং  
উইলিয়ম্ লেন, জেলেপাড়া, বহুবাজার কলিকাতা ।
- ৪৬। " রাধেন্দ্রচন্দ্র শেঠ, বি এল, উকীল, গুরুপুর, মালদহ ।
- ৪৭। " বিশিনবিহারী গুপ্ত, এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ,  
৩২নং বেচু চাটুর্ঘ্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৪৮। " জি, সি, বসু, কোয়ার, এম্ এ ; এফ, আর, এ, এম্ ; বঙ্গবাসী  
কলেজের, অধ্যাপক, ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৪৯। " কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, সেক্ট্রাল কলেজ,  
৭২নং বারাপসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কাশারিপাড়া, কলিকাতা ।
- ৫০। " অনাথনাথ পালিত এম্ এ, অধ্যাপক, সেক্ট্রাল কলেজ,  
৩নং ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর লেন, সোনারবাগান, কলিকাতা ।

- ৮১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সোম্বাধী, এম্ এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ, ২৬নং  
কটক লেন, জেলাগাড়া, বহুবাজার, কলিকাতা।
- ৮২। „ কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম্ এ, অধ্যাপক, হিন্দু সেন্ট্রাল কলেজ,  
কান্দী।
- ৮৩। „ কালীপদ বসু, এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
- ৮৪। „ ব্রজেন্দ্রলাল শীল, এম্ এ অধ্যাপক জেফ্রিস্ কলেজ, কুচবিহার।
- ৮৫। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম্ এ, অধ্যাপক, কটক কলেজ, কটক।
- ৮৬। „ কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, এম্ এ, অধ্যাপক, হুগলী ট্রেনিং  
স্কুল, হালিসহর।
- ৮৭। „ তাকিংকান্তি বঙ্গী, এম্ এ, অধ্যাপক, জব্বলপুর কলেজ,  
জব্বলপুর।
- ৮৮। „ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ৩০।৩ নং বদন মিত্রের লেন,  
সিরালা, কলিকাতা।
- ৮৯। „ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, ৩৭।১২ বলরামদেব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৯০। „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, ১১নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন,  
চাপাতলা, কলিকাতা।
- ৯১। „ কলীকৃষ্ণ বসু, এম্ এ, এসিউর্যান্ট ইমপ্লোয়র্স, অফ স্কুল,  
বর্দ্ধমানবিভাগ, হুগলী।
- ৯২। „ যক্ষমোহন বসু, এম্ এ, ৩২নং পোকুশ মিত্রের লেন, বাগ-  
বাজার কলিকাতা।
- ৯৩। „ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ।
- ৯৪। „ যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ, কবিরাজ, ৩১নং প্রসন্নকুমার  
ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাখুরেঘাটা, কলিকাতা।
- ৯৫। „ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এ, নাটকমিত্র, হরিতকী-  
বাগান লেন।
- ৯৬। „ বনেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ, ৮২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা।
- ৯৭। „ সিরনাথ ঘোষ, এম্ এ, কুচবিহার রাজবাটী।

- ৯৮। শ্রীমুকু পূরনাথ লট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ, ডেপুটী ইন্সপেক্টর,   
 ত্রিহট ।
- ৯৯। „ অধরচন্দ্র সুখোপাধ্যায়, এম্ এ, অধ্যাপক, জি, এ, ইন্সটি-   
 টিউশান, রাধামাধব সাহার লেন, তঁড়িপাড়া কলিকাতা ।
- ১০০। „ দৌরীশঙ্কর দে, এম্ এ, অধ্যাপক জি এ, ইন্সটিটিউশন ;   
 নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা ।
- ১০১। „ হুন্দরীমোহন দাস, এম্ বি, ডাক্তার, ১২১ বৃন্দাবন বমিকের   
 লেন, বাহুড়বাগান, কলিকাতা ।
- ১০২। „ পরসীলাল সরকার, এল এম এস, ডাক্তার ১২১ নং   
 কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ১০৩। „ চন্দ্রশেখর কালী, এল এম্ এস, ডাক্তার, ১৫০নং কর্ণওয়ালিস   
 ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা ।
- ১০৪। „ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, কবিগাজ, ৫নং কুমারটুলি,   
 কলিকাতা ।
- ১০৫। „ শশিভূষণ মিত্র এম্ বি, ডাক্তার, ৩৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,   
 কলিকাতা ।
- ১০৬। „ উপেন্দ্রনাথ সেন, কবিগাজ, ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ১০৭। „ উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম বি, ডাক্তার, ১১০নং বারানসী ঘোষের   
 ষ্ট্রীট, কাসরীপাড়া কলিকাতা ।
- ১০৮। „ বিজুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম বি, ডাক্তার, দিবাগতিয়া   
 রাজসাহী ।
- ১০৯। „ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিগাজ, ২০২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,   
 সিংল। কলিকাতা ।
- ১১০। „ বহুব্রহ্মাচারী সিংহ, ডেপুটীম্যাডিকেল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ।
- ১১১। „ নিত্যগোপাল সরকার, বি এল, কলেজ, মাগুরা, যশোহর ।
- ১১২। „ দেবেন্দ্রনাথ পাল, বি এল, কলেজ মুরশিদাবাদ ।
- ১১৩। „ অক্ষয়কুমার সেন, ডেপুটী কলেক্টর, ঢাকা ।
- ১১৪। „ মোহিনীমোহন দত্ত, বি এল, কলেজ, পাবনা ।



- ১১৪। শ্রীমুক শ্রীশচন্দ্র বোষ, বি এল, চেপটি ম্যাজিষ্ট্রেট, জামালপুর  
বয়সনসিংহ।
- ১১৫। „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, সেন্ট লুইস অফিসার, বারিগা, ময়ূরভঞ্জ  
উড়িষ্যা।
- ১১৭। „ হেমচন্দ্র বসু, বি এল, সবজী, হুগলী।
- ১১৮। „ বাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্সিনিয়ার, ১০৬নং ব্রাহ্মবাজার ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা।
- ১১৯। „ চাকচন্দ্র বোষ, ৭নং মবীন সরকারের লেন, বাগবাজার।
- ১২০। „ পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, ২৮১৬নং অধিল মিন্ট্রীর লেন,  
চাপাতলা, কলিকাতা।
- ১২১। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮নং রামমোহন সাহার লেন,  
লুডিপাড়া, কলিকাতা।
- ১২২। „ হরিচরণ বসু, ৭১নং পাখুন্দিয়াঘাট। ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১২৩। „ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, সাবিতী লাইব্রেরীর সম্পাদক, ১১নং অরুণ  
বস্ত্রের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।
- ১২৪। „ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ২৪০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১২৫। „ প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্স্পেক্টর, হজুরীমলস লেন,  
বহুবাজার কলিকাতা।
- ১২৬। „ বজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯নং শ্রীনাথ দাসের ব্যারাক, বহু-  
বাজার কলিকাতা।
- ১২৭। „ শরচ্চন্দ্র সরকার ৭১১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান,  
কলিকাতা।
- ১২৮। „ শান্তনৈল বিদ্যাবিনোদ বি এ, কলিকাতা, কাষ্টম হাউস এক্-  
সাইজ ডিপার্টমেন্ট।
- ১২৯। „ বনধরনাথ মুক্তকী বিএ, ৪২ নং ব্রাহ্মবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১৩০। „ বোম্বাইকেশ মুক্তকী, ১৩৭১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা।
- ১৩১। „ পরেশচন্দ্র দোষ, ৭৬নং আগার সাহু'কার রোড, ব্রাহ্মবাজার,  
কলিকাতা।

## ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ ।

৯/০

- ১৩২ । শ্রীমুকু নগেন্দ্রনাথ বহু, বিব্বকোষ সঙ্কলয়িতা, ১৪নং তেলিপাড়া  
লেন, শ্রামপুতুর, কলিকাতা ।
- ১৩৩ । „ বরদাকান্ত ঘোষ, ৪২নং মদন বড়ালের লেন, বহবাঙ্গার,  
কলিকাতা ।
- ১৩৪ । „ প্রমথনাথ মিত্র, ৫নং তেলিপাড়া লেন, শ্রামপুতুর, কলিকাতা ।
- ১৩৫ । „ বাণীনাথ নন্দী, ১৭নং শিব্বার বাগান ষ্ট্রট, কলিকাতা ।
- ১৩৬ । „ পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ১১নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন,  
সিমলা, কলিকাতা ।
- ১৩৭ । „ মনোমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক, কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়, ১৭নং  
শ্রীনাথ দাসের লেন, বহবাঙ্গার, কলিকাতা ।
- ১৩৮ । „ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১৮নং মদন বড়ালের লেন, বহবাঙ্গার,  
কলিকাতা ।
- ১৩৯ । „ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩নং মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন,  
বোড়াসাঁকো, কলিকাতা ।
- ১৪০ । „ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৮১৩ কাশী ঘোষের লেন, সিমলা, কলিঃ ।
- ১৪১ । „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৭, বেচু চাটুগোয় ষ্ট্রট, শ্রামপুতুর,  
কলিকাতা ।
- ১৪২ । „ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ২৫১২ মটস লেন, তালতলা, কলিকাতা ।
- ১৪৩ । „ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ, ২৫১২ মটস লেন, তালতলা ।
- ১৪৪ । „ শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫২১২ চাৰাধোপাড়া ষ্ট্রট, বোড়া-  
সাঁকো, কলিকাতা ।
- ১৪৫ । „ রাধানাথ মিত্র, ১নং বেচারাম চাট্টোপাধ্যায়ের লেন, দরজীপাড়া,  
কলিকাতা ।
- ১৪৬ । „ চুনিলাস সেন, ৬নং হুজুরাম বাবুর ষ্ট্রট, চোরবাগান,  
কলিকাতা ।
- ১৪৭ । „ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্, এন, পি, এম্ ( লওন ), ১১০১২ মসজীদ  
বাড়ী ষ্ট্রট, দরজীপাড়া, কলিকাতা ।
- ১৪৮ । „ ভট্টনাথ মিত্র, ১৫১২ আহাটীটোলা ষ্ট্রট, কলিকাতা ।

- ১৪৯। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল, বিএ, ২২নং বহুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
- ১৫০। „ মৃণালকান্তি ঘোষ, ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন,  
বাগবাজার, কলিকাতা।
- ১৫১। „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১১নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাপাতলা,  
কলিকাতা।
- ১৫২। „ কানাইলাল ঘোষাল, ১৪নং সুগলকিশোর দাসের লেন, শুঁড়ী-  
পাড়া, কলিকাতা।
- ১৫৩। „ কালীদাস নাথ, ১০নং রামকৃষ্ণ বাগচীর লেন, রামবাগান,  
কলিকাতা।
- ১৫৪। „ বলবিহার গোস্থানী, ৬নং বলরাম দেব ষ্ট্রীট, সিমলা,  
কলিকাতা।
- ১৫৫। „ রামগোপাল সেন গুপ্ত, ২৩নং হরতোলের লেন, আহীরাটোলা,  
কলিকাতা।
- ১৫৬। „ শ্রীমলাল বহু, ৮২নং শ্রীমবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১৫৭। „ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা,  
কলিকাতা।
- ১৫৮। „ শিবনাথ বহু, ৭২।২নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান,  
কলিকাতা।
- ১৫৯। „ গিরীশচন্দ্র রায়, ৮নং হোগলকুড়িয়া লেন, কলিকাতা।
- ১৬০। „ বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা,  
কলিকাতা।
- ১৬১। „ ক্ষেত্রচন্দ্র মণোপাধ্যায়, ৭নং শাহারীটোলা লেন, কলিকাতা।
- ১৬২। „ ললিতমোহন মল্লিক, দে মল্লিক এণ্ড কোং, ২০নং লালবাজার  
ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ১৬৩। „ মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী, ২৮।৩ অসিল মিলার লেন, চাপাতলা,  
কলিকাতা।
- ১৬৪। „ রমেশচন্দ্র বহু, ৭নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান,  
কলিকাতা।

- ১৬৫। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫নং হালদারপাড়া লেন, কালীঘাট, কলিকাতা ।
- ১৬৬। „ বসন্তকুমার বসু, ২৩ তালপুকুর রোড, হুঁড়া ।
- ১৬৭। „ হুড়মল গোরেনকা, ৫৭নং বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা ।
- ১৬৮। „ অধিনীকুমার ঘোষ, ৭৫নং বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ১৬৯। „ রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, ১৭৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিংলা, কলিকাতা ।
- ১৭০। „ দ্বারদয়াল দে বি এ, ২৫নং নন্দানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, সিংলা, কলিকাতা ।
- ১৭১। „ বিজ্ঞেন্দ্রনাথ বসু, ৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সিংলা, কলিকাতা ।
- ১৭২। „ ক্রিষ্ণচন্দ্র দত্ত, ১নং রামকান্ত বসুর ফাউ' লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ।
- ১৭৩। „ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০।১ তালতলা লেন, কলিকাতা ।
- ১৭৪। „ হরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ৩৩ বহুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ।
- ১৭৫। „ নগেন্দ্রকুমার বসু, ২৭ চূণাপুকুর লেন, কলিকাতা ।
- ১৭৬। „ মৌলবী আবদুল করিম, বি এ, ১৩।১ ওয়েলেসলি কোয়ার, কলিকাতা ।
- ১৭৭। „ অক্ষয়কুমার বড়াল, ১০নং সুপলকিশোর দালের লেন, গুঁড়ী-পাড়া, কলিকাতা ।
- ১৭৮। „ অন্নকুলচন্দ্র শেঠ, ৬৮ ময়রাহাটা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা ।
- ১৭৯। „ বতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, জামপুকুর ।
- ১৮০। „ বিজয়লাল দত্ত, ২৩৩ চক্রবেড় রোড, ভবানীপুর ।
- ১৮১। „ প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ৭নং রামমোহন সাহার লেন, গুঁড়ীপাড়া, কলিকাতা ।
- ১৮২। „ আনন্দনাথ রায়, ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা ।

- ১৮৩। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাহুড়বাগান,  
কলিকাতা।
- ১৮৪। „ শশিভূষণ দে বি এ, ৬১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, বাগবাজার,  
কলিকাতা।
- ১৮৫। „ হরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২১১ নং রামধন মিঞের লেন, শ্রাম-  
পুকুর, কলিকাতা।
- ১৮৬। „ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, ১২১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী  
কলেজ, কলিকাতা।
- ১৮৭। „ সত্যচরণ শাস্ত্রী, দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আঃ এঁড়েদহ।
- ১৮৮। „ ললিতমোহন ঘোষাল, কাশীপুর, চিৎপুর।
- ১৮৯। „ মদনমোহন দত্ত, ৪৮ নং বহুপাড়া লেন, বাগবাজার,  
কলিকাতা।
- ১৯০। „ পরেশনাথ বসু, ৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাহুড়-  
বাগান, কলিকাতা।
- ১৯১। „ হরেশচন্দ্র দত্ত, বি এ, ২৩১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,  
সিমলা, কলিকাতা।
- ১৯২। „ রমণীমোহন ঘোষ বি এ, পোঃ আঃ সুপারিন্টেন্ডেন্ট,  
রত্নপুর।
- ১৯৩। „ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ নং কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হাতীবাগান,  
কলিকাতা।
- ১৯৪। „ বিজয়েন্দ্রনাথ দত্ত, „ „ „
- ১৯৫। „ কেদারনাথ মিত্র, ১৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া,  
কলিকাতা।
- ১৯৬। „ নির্মলচন্দ্র দত্ত, ৮৩১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান,  
কলিকাতা।
- ১৯৭। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত, „ „ „
- ১৯৮। „ অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮৫২ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, বোড়া-  
মাকো, কলিকাতা।

- ১৯৯। শ্রীযুক্ত ছত্রনাথ রায়, ১৪ নং শ্রীনাথ রায়ের লেন, চৌরবাগান  
কলিকাতা ।
- ২০০। „ কীরোদবিহারী পাস, ৩৪৪ নং আপার চিতপুর রোড, গরান-  
হাটা, কলিকাতা ।
- ২০১। „ শরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৩৫০ নং আপার চিতপুর রোড, গরানহাটা,  
কলিকাতা ।
- ২০২। „ শশিভূষণ মুনোপাধ্যায়, ম্যানেজার, কলকাতা কোল কোং, পোষ্ট  
কাটিয়াস ।
- ২০৩। „ বসন্তরঞ্জন রায়, বেলিয়াতোড়, বাজুড়া ।
- ২০৪। „ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি পোর্টমাষ্টার জেনারেল,  
ঢাকা ।
- ২০৫। „ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, গুজাদিয়া কাছারী, কিশোরগঞ্জ,  
ময়মনসিংহ ।
- ২০৬। „ নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রধান পণ্ডিত, দীনহাটা বাঙ্গালা  
বিদ্যালয়, কুচবিহার ।
- ২০৭। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাসবাটী, হালিসহর ।
- ২০৮। „ বিহারীলাল মুনোপাধ্যায়, ৩০১নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া ।
- ২০৯। „ শিবরতন মিত্র, কালেক্টরী ভৌজী আফিস সিউড়ী, বীরভূম ।
- ২১০। „ চন্দ্রমোহন সেন, বান্দেল রোড, চট্টগ্রাম ।
- ২১১। „ হরগোবিন্দ কাব্যভীষ, প্রধান পণ্ডিত, গোয়ালন্দ হাইস্কুল,  
রাজবাড়ী, ই, বি, এস, আর ।
- ২১২। „ খগেন্দ্রনাথ মৃত্তকী, বড়ালপাড়া, হুগলী ।
- ২১৩। „ পাঁচকড়ি ঘোষ, দাসপাড়া, হুগলী ।
- ২১৪। „ বাদরামন্দ গুপ্ত, মঠ, মানিকগঞ্জ, ঢাকা ।
- ২১৫। „ সুধরঞ্জন বসু, প্রধান শিক্ষক, ত্রিপুরাহন্দরী স্কুল, তাম্রা,  
ময়মনসিংহ ।
- ২১৬। „ বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, বি এ, প্রধান শিক্ষক, মবরীপ ।
- ২১৭। „ প্রভাসচন্দ্র দে, বেলপাড়া, আসানসোল ।

- ২১৮। শ্রীযুক্ত বনমালী সিংহ, গার্ডেন রোড-এক্টে, কটক।
- ২১৯। „ এস, কে, এম, মহম্মদ, ব্রডশন আলী, কোহিনুর সম্পাদক,  
পাংশা, ফরীদপুর।
- ২২০। „ রজনবিলাস রায় চৌধুরী, পোর্টমাঠার, মতিহারী।
- ২২১। „ নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কুঠিবাট, বরাহনগর।
- ২২২। „ অনঙ্গমোহন বসু, নায়েব, গড়হাট কাছারী, জয়নগর।
- ২২৩। „ জয়দয়াল সিংহ, ডেপুটি পোর্টমাঠার স্কেনেরালের আপীস,  
দানাপুর।
- ২২৪। „ অমরনাথ দত্ত, বি এ, কেশবপুর, পোঃ বাজিতপুর।
- ২২৫। „ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জিরাট, বলাগড়।
- ২২৬। „ বিষ্ণুচরণ বসু, গড়প, আমতা।
- ২২৭। „ শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৩।৪ আরমানিটোলা, ঢাকা।
- ২২৮। „ বসন্তকুমার বসু, ২৪ রাঙ্গাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২২৯। „ শশিভূষণ সিদ্ধান্তচক্রবর্তী, বেলঘরিয়া; পোঃ পাটুল,  
নাটোর।
- ২৩০। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রভাত সম্পাদক, ৪৮নং গ্রেঞ্জিট, কলিকাতা।
- ২৩১। „ প্রসাদ দাস গুপ্ত, ১৩।১নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা।
- ২৩২। „ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। } ৬নং হারকানাথ ঠাকুরের লেন।
- ২৩৩। „ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। } বোড়াসাঁকো কলিকাতা।
- ২৩৪। „ সত্যীশচন্দ্র বোষ, ১নং নিমকমহল রোড, গার্ডেনরীচ।
- ২৩৫। „ ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায়, হলওয়েলস লেন কলিকাতা।
- ২৩৬। „ কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল, এটর্নী, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা।
- ২৩৭। „ ভুবনমোহন বসু, ৭৭।৫ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চৌরবাগান  
কলিকাতা।
- ২৩৮। „ নগেন্দ্রনাথ সেন, বি, এ, কবিত্তর সম্পাদক। খুলনা।

- ২২৮ । শ্রীযুক্ত যোগেশচরণ সেন, জমিদার বহরমপুর, ঝাংড়া পোষ্ট,  
মুর্শিদাবাদ ।
- ২৩২ । " রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কাটালপাড়া, নৈহাতি ।
- ২৩০ । " বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, ডাটপাড়া, ২৬ পরগণা ।
- ২৩১ । " মণিমোহন সেন, জমিদার বহরমপুর, ঝাংড়া পোষ্ট,  
মুর্শিদাবাদ ।
- ২৩২ । " কেমদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, নেপাল রাজকুমারের শিক্ষক ।  
কাটমাড়ো, নেপাল ।
- ২৩৩ । " প্রসন্নকুমার রায়, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম ।
- ২৩৪ । " রায় বক্তিমচন্দ্র মহম্মদার সাহেব, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ঢেঁকানল,  
পোষ্ট কটক ।
- ২৩৫ । " রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, পোষ্ট ঝাংড়া, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ
- ২৩৬ । " হুর্গানাস রায় চৌধুরী জমিদার বাকইপুর, ২৪ পরগণা ।
- ২৩৭ । " শরচ্চন্দ্র মহম্মদার এম, এ, ৫০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রট, কলিকাতা ।
- ২৩৮ । " কালীপ্রসন্ন ঘোষ, জমিদার ৭৫নং বীডন স্ট্রট, কলিকাতা ।
- ২৩৯ । " রায় নীরদ কৃষ্ণ দত্ত, ৩২নং বাগবাজার স্ট্রট, কলিকাতা ।
- ২৪০ । " রাস্তেজনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬১১ নং কাটাপুকুর সেন  
বাগবাজার, কলিকাতা ।
- ২৪১ । " ব্রজলাল মিত্র ১৮১১১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা ।
- ২৪২ । " অন্নদাচরণ সেন, বি,এ, ৮২, সীতারাম ঘোষের স্ট্রট, কলিকাতা ।
- ২৪৩ । " নগেন্দ্রনাথ নাথ মিত্র, উকীল, হাইকোর্ট, ১৩নং সিমলা স্ট্রট, ঐ ।
- ২৪৪ । " চারুচন্দ্র জ্যোতিষী, অশোক কুটার, ৫নং শ্রীনাথ দাসের সেন,  
বহুবাজার, কলিকাতা ।
- ২৪৫ । " বোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ১১৪১১৫ যেছুয়া-  
বাজার স্ট্রট, কলিকাতা ।
- ২৪৬ । " অমূল্যচন্দ্র গোস্বামী, ৩১নং এলসিন রোড, ভবানীপুর ।
- ২৪৭ । " রায় প্রমথনাথ চৌধুরী, জমিদার, ৩৫১২ বীডন স্ট্রট, কলিকাতা ।
- ২৪৮ । " হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২নং গৌর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা ।



- ২৪২। শ্রীমন্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ব্যারিস্টার, ১০নং বালিগঞ্জ, সাকুলার  
রোড, কলিকাতা।
- ২৪০। „ ক্রিয়োদচন্দ্র বসু, ৩৫নং বহুপাড়া লেন, বাগবাজার কলিকাতা।
- ২৪১। „ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ১১২৭নং ফকিরাপুর ক্রীট, কলিকাতা।
- ২৪২। „ জীবনকৃষ্ণ ভট্ট, ৪৬নং লাগিকতলা ক্রীট, কলিকাতা।
- ২৪৩। „ হর্ষাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১নং বনমালী সরকারের ক্রীট,  
কলিকাতা।
- ২৪৪। „ মনমথনাথ ঘোষ, ৭৫নং বীডন ক্রীট, কলিকাতা।
- ২৪৫। „ দীননাথ কবিরাজ, ৩১৩নং বাশতলা ক্রীট, বড়বাজার,  
কলিকাতা।
- ২৪৬। „ জগদীশচন্দ্র বসু, ৪৬নং ট্রাণ্ড রোড, কালিঘাট।
- ২৪৭। „ রামচন্দ্র মিত্র, ২৩নং বেচু চাটুর্ঘ্যের ক্রীট, কলিকাতা।
- ২৪৮। „ হুসিংচন্দ্র সুখোপাধ্যায়, ৭নং ব্রাহ্মসমাজ লেন, শাখারীটোলা।
- ২৪৯। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল, এটর্নী, ৩৪নং তেলিপাড়া লেন,
- ২৫০। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২২৩নং অপার সাকুলার রোড, শ্রামবাজার  
কলিকাতা।
- ২৫১। „ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ৮২নং সীতারাম ঘোষের ক্রীট,  
কলিকাতা।
- ২৫২। „ নলিনীভূষণ গুহ, কেশিয়ার, লেসলী কোং, চৌরঙ্গীরোড,  
কলিকাতা।
- ২৫৩। „ অম্বোদনাথ শাস্ত্রী কবিরাজ, ১২১নং অপার চিংপুর রোড,  
বটতলা, কলিকাতা।
- ২৫৪। „ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি কবিরাজ, ১৫০নং কর্ণওয়ালিস ক্রীট,  
কলিকাতা।
- ২৫৫। „ ঈশ্বরভূষণ মজুমদার, বি এল, উকীল হাইকোর্ট, ৪২নং গ্রে ক্রীট,  
কলিকাতা।
- ২৫৬। „ হরেন্দ্রকুমার রায় বি এ, ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ক্রীট,  
কলিকাতা।

- ২৬৭। শ্রীযুক্ত আমলবর মিত্র, ৩২নং ভ্রামপুত্র ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২৬৮। " পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, ২৭নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রট, মোতাবাঙ্গার, কলিকাতা।
- ২৬৯। " দারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৬নং রাজাবাগান ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২৭০। " জিফি, অরুণ দেব, ২৭নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২৭১। " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (খ) ১০৭নং গ্রে ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২৭২। " নরেন্দ্রকৃষ্ণ মলিক, ২নং শিবশঙ্কর মলিকের লেন, ভ্রামপুত্র, কলিকাতা।
- ২৭৩। " গণেশনাথ রায়, ৬নং রাজাবাগান ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২৭৪। " লঙ্কীনাথোহন ঘোষ, ১নং হারিংটন ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২৭৫। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাশীপুর।
- ২৭৬। " বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীপুর।
- ২৭৭। " কুমার সত্যবাদী ঘোষাল, কাশীপুর।

- 
- ২৭৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি ভায়লকার এম, এ, ২২নং নিরোণী-পুত্র গার্ডেন লেন, তালচলা, কলিকাতা।
- ২৭৯। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার, ডাক্তার, ৫৩নং শ্যামারীটোলা লেন, কলিকাতা।
- ২৮০। " অতুলকৃষ্ণ দত্ত, এম, ডি, ডাক্তার, ৮২নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রট।
- ২৮১। " অমৃতলাল দে, বি, এল, উকীল, ৪০নং দরশীপাড়া ষ্ট্রট, কলিকাতা।
- ২৮২। " নবীনচন্দ্র দাস এমএ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম।
- ২৮৩। " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাহূষণ, এমএ, " " ফরিদপুর।
- ২৮৪। " অপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি, সি, এল, একষ্ট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, হোসেনাবাদ সি, পি।
- ২৮৫। " নন্দলাল বাগচী, বি এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তমলুক।
- ২৮৬। " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল; উকীল শরাদ্দহা।
- ২৮৭। " নরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম এ; ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।

- ২৮৮। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪নং টেকনাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
লেন, পকাননতলা, হাবড়া।
- ২৮৯। „ গোপালচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস, ব্যাটরা, হাবড়া।
- ২৯০। „ রাধা শাহ শৌরীজমোহন ঠাকুর কেটি, সি, আই, ই,  
হরকুমার ভবন, পাকুরিয়াঘাটা রাজবাটা, কলিকাতা।
- ২৯১। „ বনোদানন্দন প্রামাণিক এম, এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট,  
৩৮নং বকুরায়ের লেন, কলিকাতা।
- ২৯২। „ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ভাগলপুর।
- ২৯৩। „ হেমচন্দ্র সরকার, এম এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।
- ২৯৪। „ কালিদাস মল্লিক, এম এ, অধ্যাপক, বর্ধমান কলেজ।
- ২৯৫। „ সুরেশচন্দ্র লেন, ডেপুটীকালেক্টর, বালেশ্বর।
- ২৯৬। „ কীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম এ, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ  
হুগলী কলেজ।
- ২৯৭। „ বরদাচরণ চক্রবর্তী, ভক্তর গ্রাম পোঃ রূবদী, ঢাকা।
- ২৯৮। „ হুসুদ্দিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।
- ২৯৯। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি এল, উকীল ভাগলপুর, পাণ্ডুরা।
- ৩০০। „ অধিকাচরণ শুধ, ১২৫নং পদ্মাবতীবাহুর লেন, বহুবাজার,  
কলিকাতা।
- ৩০১। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালী
- ৩০২। „ মনুসন্দন রায়, হেডমাস্টার টেনিংহুল, কটক,।
- ৩০৩। „ রমেশ চন্দ্র দাস ডেপুটী কমেণ্ডার, বীরভূম।
- ৩০৪। „ কুমুদ দাস শুধ, ডেপুটী কালেক্টর, ময়মনসিংহ।
- ৩০৫। „ বিশিণবিহারী দাস শুধ, বি এল, সলেক্ট, লক্ষীপুর নোয়াখালী
- ৩০৬। „ গিরীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বেদিনীপুর।
- ৩০৭। „ ভাষাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটীকালেক্টর, দিনাজপুর।
- ৩০৮। „ পরমজ্ঞানরায়, বিএল, উকীল, রাজসাহী।
- ৩০৯। „ ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এমএ, সি, এম্ ; বিএল, কলেজ, বাহুবুড়া।
- ৩১০। „ শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীকার, উত্তরপাড়া।
- ৩১১। „ বহেন্দ্রনাথ বসুদেব, ডেপুটী কলেজ, কানপুর।

- ৩১২ । শ্রীযুক্ত মননরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, বাকুড়া ।
- ৩১৩ । " কুঁয়ার কান্বেবর মালিয়া জমীদার, শিয়ারশোল রাজবাটী ।
- ৩১৪ । " রায় রোহিণীকুমার চৌধুরী, জমীদার, কীর্তিপাশা, বরিশাল ।
- ৩১৫ । " রাজবিহারী দাস, গেন্ননসিংহ, কন্নীদপুর ।
- ৩১৬ । " ককনাকরঞ্জন ভৌমিক, বিদ্যারঞ্জন, গুণাইগাছা, পাবনা ।
- ৩১৭ । " বজেন্দ্রনাথ ঘোষাল, কাহারহাটী, এঁড়েন্দহ ।
- ৩১৮ । " রামনাথ রায়, কুল ইন্সপেক্টর, বর্ধমান ।
- ৩১৯ । " যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১১ শ্রীধামমুদীর লেন, দক্ষিণপাড়া,  
কলিকাতা ।
- ৩২০ । " অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচড়া হুগলী ।
- ৩২১ । " রামদীপেন্দ্রনাথ দাস, মহাজন, মৈনা, কানইবাজার, শ্রীহট্ট ।
- ৩২২ । " সুরেন্দ্রনাথ গুহ, বি এল, মুন্সেফ, সাতক্ষীরা ।
- ৩২৩ । " ধনকঙ্ক লেন, ৫৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩২৪ । " মনমথনাথ দে, বি এল, উকীল, বাকীপুর ।
- ৩২৫ । " সত্যীন্দ্রনাথ রায়, এম এ, ১৭নং মদনবিহের লেন, সিমলা ।
- ৩২৬ । " অঙ্গরাজচন্দ্র ব্রহ্মোপাধ্যায়, বিএ, ১৭ মদনবিহের লেন, সিমলা ।
- ৩২৭ । " মহেন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপাধ্যায়, ৫৩নং গ্রেট স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩২৮ । " রাজনারায়ণ ব্রহ্মোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া ।
- ৩২৯ । " বোসেন্দ্রকুমার ঘোষ, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর ।
- ৩৩০ । " কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম, এ, সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ, কালী ।
- ৩৩১ । " দানদীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী সম্পাদক, ৬৩নং  
নিরোগীপুকুর ইন্টলেন, ভালতলা, কলিকাতা
- ৩৩২ । " রায় পরমজয় দাস সি, আই, ই বাহাদুর, ৮৩১নং জানবাজার  
স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৩৩৩ । " দেবকিশোর ব্রহ্মোপাধ্যায় এম্‌এ, ১৭নং বাবুরাধ শীলের  
লেন বহুবাজার ।
- ৩৩৪ । " মনমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১১২নং মুকিয়া স্ট্রীট কলিকাতা ।
- ৩৩৫ । " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০নং চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেম,  
ভবানীপুর, কলিকাতা

- ৩৩৬। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম এ, ভাগলপুর।
- ৩৩৭। „ অমৃতলাল রায়, হোপ সম্পাদক, ২১নং জেলিয়াটোলা লেন।
- ৩৩৮। „ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৩৩৯। „ শ্রীমাধব রায়, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আলীপুর।
- ৩৪০। „ হুর্গাদাস লাহিড়ী, ১১১নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা।
- ৩৪১। „ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কবিরাজ, ৭নং কাসারী পাড়া।
- ৩৪২। „ কুঞ্জলাল রায়, ২১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৩৪৩। „ অখিনীকুমার দাস, বিএ, ২৪নং বেনিয়ারটোলালেন, কলিকাতা।
- ৩৪৪। „ ভবেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, ৩৬নং বাহাদুর অক্সুয়ের লেন, বহবালাল, কলিকাতা।
- ৩৪৫। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দৈনিক সমাচার সম্পাদক, ৫নং গ্রামহরি ঘোষের লেন, কলিকাতা।
- ৩৪৬। „ নরেন্দ্রনাথ গেন, ইন্ডিয়ানমিরর সম্পাদক, ২৪নং মট্‌স্‌লেন।
- ৩৪৭। „ শ্রীমাচরণ মিত্র ৭০।১২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিঃ।
- ৩৪৮। „ কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১০নং বাহির মির্জাপুর রোড, কলিকাতা।
- ৩৪৯। „ কুমার বসন্তকুমার রায় কীহাছর, ৭৪নং লোয়ারসাকুলার রোড।
- ৩৫০। „ অনিনাশচন্দ্র বসু, এম, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ধমান।
- ৩৫১। „ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস, জজ, যশোহর।
- ৩৫২। „ বিহারীলাল গুপ্ত সি এস, লিগাল রিসেমব্রান্সার, হাইকোর্ট।
- ৩৫৩। „ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিন্ডিকালসার্কান, হাকুড়া।
- ৩৫৪। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আহুতিয়া, রাণাঘাট।
- ৩৫৫। „ তারকনাথ বিশ্বাস, সাবরেক্সিট্রার, জাহানাবাদ, হুগলী।
- ৩৫৬। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, ১২নং রামধন মিত্রের লেন।
- ৩৫৭। „ নারায়ণচন্দ্র সেন, বি, এস, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কান্দী।
- ৩৫৮। „ পূর্ণচন্দ্র সরকার, বি এস, মুলেক, চট্টগ্রাম।
- ৩৫৯। „ বিশিষ্টবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৭২।১ হারিসন রোড।
- ৩৬০। „ বেনীমাধব কাব্যভীর্ষ, তারকের ঘোষাঘরের চতুশ্রী  
তারকের, হুগলী।
- ৩৬১। „ নিরিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গরীবপুর, যশোহর।

( "ব" পরিষদে । )

FROM

**Raya Yatindra Nath Chowdhury M.A., B.L.,**

*Secretary, Bangiya Sahitya Parishad.*

To

**The Secretary to the Government of Bengal,**

*General Department, Education.*

SIR,

1. On behalf of the BANGIYA SAHITYA PARISHAD, I beg leave to submit this representation, for the consideration of His Honor the Lieutenant-Governor of Bengal.

2. The Bangiya Sahitya Parishad is a literary association, established on the 23rd July, 1893, chiefly for the improvement of the Bengali Language and Literature, and it includes amongst its members many of the best writers in Bengali and other leading members of the native community of Bengal.

3. At a meeting of the Parishad held on the 16th July 1899, a Sub-Committee, consisting of the

Babu Dwijendra Nath Tagore, Hon'ble Justice Guru Das Banerjee M. A., D. L., A. M. Bose Esq. Babus Sarada Charan Mitra, M.A. B.L., Sarada Ranjan Ray M.A. Umes Chandra Dutt M.A. Hon'ble Dr. Ashutosh Mukerjee M.A., D.L., Babus Amrita Lal Bose, Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L., Sivaprasanna Bhattacharyya B. L. Nagendranath Bose, Mati Lal Ghosh, Panchkari Banerjee, B. A., Byomkesh Mustaphi and Raya Yatindra Nath Chowdhury M.A., B.L.

members named in the margin, was appointed in view of the Resolution of the Government of Bengal, General Department, Education, dated Darjeeling, the 1st July 1899, and No. 1921 (by which the Government was pleased to invite any one, who might desire to do so, to submit to Government on or before the 1st of October, 1899, any criticisms, he had to make on the proposals before Government, for the reform of the system of Vernacular Education in

Bengal ) to consider and report on the Scheme of Education,

formulated by the Committee of Experts, presided over by the Director of Public Instruction, Bengal. The Sub-Committee held several meetings and drew up a Memorial which, after circulation among the members, was adopted by the Parishad at a special meeting held on the 28th September, 1899, and is now submitted to you.

4. The Parishad feels deeply grateful to the Government for having taken action for the purpose of reforming the present system of Vernacular Education, which stood in urgent need of reform and it is a matter of great congratulation to the Parishad that the Scheme, formulated by the Committee appointed by the Government, is, to some extent, based on the lines indicated by the Parishad in its memorial to the Director of Public Instruction, dated the 16th December, 1896. At the same time the Parishad begs leave to observe that, having regard to the importance of the work entrusted to it, it would have been more desirable, if the Government had made the Committee more representative in its character and instructed it to call for the opinion of the educated public of Bengal, especially of those, who are interested in the subject of Vernacular Education.

5. While generally agreeing with the principles laid down by the Committee, the Parishad ventures to differ from the Committee in matters of detail and begs to offer certain criticisms in respect thereof.

6. In framing its Scheme, the Committee seems to have kept mainly in view the agricultural population of those provinces and does not seem to have paid sufficient attention to the needs of the pupils, belonging to the higher castes, who avail to a large extent of the system of Vernacular Education. The fact is that in Town Schools as well as in Schools in the remotest Villages, pupils, belonging to the higher castes are sent in large numbers to the Lower Primary and the Upper Primary Schools and in still larger numbers to the Middle Schools. The major portion of the school-going population is made up of higher caste pupils, who are not agriculturists at

all and who belong to what is called the "Bhadralok" class. The system of Vernacular Education, therefore, should be such that it may prove suitable to the pupils belonging to the higher castes, (who for the most part make use of the Primary and Middle Schools as stepping-stones to pass on to the High English Schools, recognised by the Senate of the University of Calcutta) as well as to the pupils belonging to the agricultural population, whose Education does not proceed further than the Upper Primary stage and except in very few cases, beyond the Middle Vernacular stage. The Parishad ventures to think that the Scheme, formulated by the Committee, seems to have been framed on the assumption that the pupils, who avail themselves of Vernacular Education, do not intend to prosecute their studies further than the Middle Vernacular standard.

7. The Parishad thinks that, in order that the system of Vernacular Education may yield the largest benefit to all classes of the community, it is necessary that it should be such that it may assimilate itself with the system of education in vogue in High English Schools. This may be done in either of two ways or perhaps better, by a combination of both : viz, by introducing the teaching of English as a second language in higher classes of all Middle Vernacular Schools or by assimilating the standards for the different classes in High English Schools, below the third, with those of the different classes, of Middle Vernacular Schools, English being taught in the former, as in the case of Middle English Schools, as a second language. In this connection I venture to quote from the report of the Officiating Director of Public Instruction, Appendix A. pp. 143 and 144, for 1871-72, an extract from an opinion recorded by the late Babu Bhudev Mukherjee, C. I. E., a High Educational Officer under Government, of vast experience : "I have always thought that it would be an improvement in the schools, if the medium of instruction in such subjects as Geography, History, Mathematics &c., were the Vernacular and not English. In these, as in the Middle-Class English Schools, English should be taught as a language only."



8. The Parishad begs to draw attention to the fact that, one by one the avenues of employment, open to Middle Vernacular Scholars, have been closed,—a step which has proved detrimental to the cause of Vernacular Education. Such Scholars cannot now join the Medical Schools, nor can they go up for the Muktearship Examination. It is, therefore, of the utmost importance, that facilities should be provided for them, to pass on to the High English Schools and follow up their Vernacular Education imparted in English Schools, recognised by the Senate of the Calcutta University. These facilities, in the opinion of the Parishad, may best be provided, by giving effect to the suggestion, contained in the next preceeding paragraph.

9. The Parishad fails to see, why the improved system of education, formulated in the Committee's report, the introduction of which is designed more to develop the minds of the boys than to practise and strengthen their memories and which is expected to lead to a harmonious and complete development of the whole of the pupils' faculties and to their general enlightenment and intellectual expansion, should be confined within the narrow limits of Vernacular Schools and why that system should not be introduced into High English Schools, from which candidates for University Honours are recruited in large numbers. The Parishad can well understand that the Committee, which was appointed to submit proposals for re-modelling the existing system of Vernacular Education in Bengal, did not feel itself probably called upon to offer any criticism of the system of education in vogue in High English Schools or submit any proposal for the improvement thereof, but now that Government has accepted the principles, enunciated by the Committee, as sound and practicable ones and calculated to lead to the harmonious and complete development of the student's mind, the Parishad ventures to submit, for the careful consideration of the Government, the claims of the school-going population, receiving their education in High English Schools, who for the most part belong to the higher classes.

10. The Parishad further begs to observe that, having regard to the opposition that the proposed Scheme has evoked in the country, inevitable result of giving effect to the Scheme only in respect of Vernacular Education, without at the same time extending its operation to the High English Schools will be, that the system will be evaded by converting Middle Vernacular Schools into Middle English Schools or (in case the system should be enforced in the last named schools also,—a point, which is not clear from the report of the Committee) into High English Schools, and the effect of this will be that the scope and extent of Vernacular Education will be considerably narrowed.

11. The Parishad ventures to think, that in the proposed scheme the importance of Literature as distinguished from Science has been ignored. The Parishad is aware that there is room for considerable difference of opinion, as to the respective merits of a Scientific as opposed to a Literary education. The Parishad, however, begs leave to observe that, inasmuch as the human mind is not made up of intellect alone but that emotion has an important part therein and inasmuch as the study of Literature is more calculated to develop, purify and strengthen the latter than a system of mere Scientific education, the proposed Scheme, in so far as it underrates the importance of Literature as a subject of study, is open to adverse criticism.

12. With the view of supplementing the general observations hereinbefore made, I now proceed to a detailed criticism of the proposed Scheme.

13. (a) For the Middle Vernacular Examination, it is proposed to prescribe a Literature book, for the 5th and 6th standards of Middle Vernacular Schools, of 150 pages inclusive of 50 pages of poetry which is to include Grammar and Composition. The Parishad ventures to think that, having regard to the importance to students of the teaching of Grammar, not only as a means of mental discipline, but as a valuable aid to the writing and speaking of the language correctly, a separate Text-book in Grammar should be prescribed, consisting of

about 50 pages and containing the simpler rules on "Sandhi," "Karak," "Samas," "Taddhita," "Kridanta," &c.

(b) That History and Geography, instead of being taught by a single Reader written on the model of Sir W. Lee-Warner's "Citizen of India," should be taught by separate Text-books, as in the system of Vernacular Education prevalent in the Central Provinces which has met with the Committee's approval. In the opinion of the Parishad, the Historical Text-book should contain a connected account of the History of India and the Geographical Text-book should give the students a general knowledge of the four quarters of the Globe and a special knowledge of India.

(c) The Parishad is further of opinion, that regard being had to the fact, that students reading in the Middle Vernacular Schools (the 5th and 6th standards) mostly belong to the upper classes, manual training, viz., bamboo-work and wood-work, which are occupations appropriated to some of the lower castes, should be omitted altogether and its place taken by drawing, which forms a part of the curriculum of the Middle Vernacular course, as being fitted to develop the power of the hands and the eye. In this connection, Government will be pleased to consider, whether, in order to meet the opposition, that the proposed inclusion of manual training in the curriculum in the form proposed by the Committee, viz., of leaf-manipulation, basket-weaving, string-weaving and bamboo-work, is likely to evoke, and has already evoked it would not be advisable to substitute, for such occupations, other occupations, such as paper-folding &c. which are more suited to the social ideas and prejudices of the higher castes.

(d) It should be further considered whether, having regard to the fact, that the subordinate officers of Zemindars and Mahajans are mainly recruited from the class of people whose education terminates with the Middle Vernacular Examination, Zemindari and Mahajani Accounts should not form a part of the curriculum for this Examination.

14. For the Upper Primary Examination, it is proposed

to prescribe one single Reader for the purpose of teaching History, Geography and Literature (prose and poetry). The Parishad ventures to think that a separate Text-book on Literature, should, as in the Middle Vernacular Examination, be prescribed and that instead of compressing History and Geography into one Reader, two separate Text-books (the Historical Book containing a connected account of the History of Bengal and the Geographical Book giving the student a general knowledge of Asia and a special knowledge of Bengal) should be prescribed, as suggested before, in the case of the Middle Vernacular Examination. Elementary principles of Grammar should also be prescribed for the students who would go up for the Upper Primary Examination. They may not read a separate Text-book on Grammar but a certain portion of the book prescribed for the Middle Vernacular Examination may be taught in the Upper Primary class.

15. The Science Primer now proposed to be prescribed for the Lower Primary Examination, should be replaced by a Reader to consist partly of moral lessons and partly of lessons on scientific subjects as recommended by the Committee appointed by the Government ; and the entire book is to be treated as a Literature book and taught as such.

16. The introduction of Kindergarten and Object Lesson teaching in the infant class of the Lower Primary Schools and of Object Lessons in the 1st and 2nd standards of the Primary Schools, is an innovation of far-reaching consequence and if successfully carried out, cannot fail to prove of the greatest benefit to the pupils, for whom they are intended. At the same time the Parishad is bound to observe that, unless the necessary means are adopted to insure the success of the proposed Scheme in this respect, it would prove worse than useless. The Parishad is persuaded that the Gurus, now in charge of Lower Primary Schools, who are, for the most part, recruited from a class, possessing very indifferent education, would be wholly incompetent to teach after the Kindergarten method or to give Object Lessons to their pupils, even with the help

of the proposed Teachers' Manuals. The success of the proposed Scheme will largely depend on the "personnel" of the teachers and the Parishad has grave misgivings as to whether the necessary preliminaries, suggested in the 18th paragraph of the Committee's Report, would be at all adequate for the purpose and the Parishad is convinced that in order to insure the successful working of the Scheme, it would be necessary to open a large number of Training Schools in convenient centres, which may be availed of by intending Gurus in large numbers and to provide better prospect and higher emoluments to attract a better class of men than are at present available to undertake the duties of Gurus in Lower Primary Schools. The Parishad therefore suggests that the proposed system of Kindergarten and Object Lesson teaching should at first be confined to some Schools at some convenient centre, which should be fully equipped for the purpose by the Government. Unless the Government should be prepared to make a large outlay on Vernacular Education than it does at present, it will not be possible to give effect to the proposed system in a large number of schools, at least for some years to come. It should further be borne in mind that, in Bengal, the number of Aided and Stipendiary Schools, which may be said to be under the control of the Government, is only 13·8 per cent. of the total Vernacular Schools, whereas the Unaided and Non-stipendiary Schools, over which the Education Department can exercise but a loose sort of control, make up the residue. Silent opposition is expected from the promoters of these last mentioned schools and the effect of the enforcement of the Scheme may be to drive these men to sever the connection of their schools with the Lower Primary System altogether. And having in view the fact that the 26,866 Non-Stipendiary Schools in Bengal received from the Government and the Boards, altogether Rs. 3,42,908, in 1897-98, an average of Rs. 1 per month, per school, the contingency, I have just suggested, is not so unlikely as it may seem at first sight. It is therefore necessary that public opinion should be enlisted on the side of the pro-

posed modification and this can best be done by proving the success of the Scheme in a few advanced and selected schools, instead of introducing the Scheme all at once in all the 47,500 schools in Bengal.

17. In the opinion of the Parishad the time, allowed by the Committee for the introduction of the new Scheme, under which the first examination for scholarships under the revised standard would be held in 1902, inadequate. So far as the Lower Primary Examination is concerned, there can be no objection to the Scheme, as suggested above, being introduced in 1903 ; but as the system proposed is a graduated one and leads from stage to stage, from the Lower Primary through the Upper Primary to the Middle Vernacular stage, an examinee, who was not been brought up under the new system and who has not mastered the Text-books for the Lower Primary Examination, cannot be expected to go up for the Upper Primary or Middle Vernacular Examinations with any reasonable chance of success in 1902. To take one instance, how is a candidate, in the Middle Vernacular Examination in 1902, to answer questions on Botany, set from the more advanced Science Reader appointed as Text-book for that Examination, when he has not read Botany in previous years in the 1st to the 4th Standards. The Parishad therefore suggests that the Scheme should be introduced in 1904 for the Lower Primary, in 1906 for the Upper Primary and in 1908 for the Middle Vernacular Examination.

18. As to the method suggested by the Committee of procuring the class of Text-books required, the Parishad thinks that instead of Government giving a guarantee that no changes would be made in the books for a certain time, namely for five years, as proposed by the Committee, (which would give monopoly to one author for five years and thus put a check to healthy competition) the system now in force in this respect should be followed, that is to say, the Government should notify publicly the Text-books, required for the different classes of schools and invite authors and publishers to submit works, for

approval of the Central Text-book Committee or some other Committee, appointed by the Government. The Committee would approve of such books as in its opinion may seem fit to be used as Text-books for the several examinations, instead of accepting one single book as the very best and rejecting all the rest. The rest would be left to competition as now. The Parishad thinks that in this way a better class of Text-books and a larger number of them would be available than under the system proposed by the Committee.

19. The Parishad lastly prays, that the Government will be pleased to take the above observations into its favourable consideration, before taking action upon the proposals made by the Committee.

The B. S. Parishad Office,  
106-2 Grey Street,  
The 30th September, 1899.

I have the honour to be,  
Sir,  
Your most obedient servant,

(Sd.) YATINDRA NATH CHOWDHURY,

*Hony. Secretary, B. S. Parishad.*

( "গ" পরিচিতি । )

FROM

**Raya Yatindra Nath Chaudhuri M.A., B.L.**

*Secretary, Bangiya Sahitya Parishada,*

**CALCUTTA.**

TO

**The Secretary to the Government of Bengal,**

*Financial Department.*

SIR,

The "Bangiya Sahitya Parishada" or the Academy of Bengali Literature, is an Association founded in Calcutta in the year 1893, by a body of educated gentlemen of Bengal, to im-

prove and encourage Bengali Literature. As a means to this end, the Association under-takes to publish new literary works a Grammar and Dictionary of the Bengali language, Bengali Translation of valuable and useful books from other languages, to collect and edit ancient poetical works, to publish dissertations on Philosophy, Science, History, Poetry and other subjects of general literature, and to conduct and edit a periodical journal in Bengali. Since its establishment, the Association has been trying to the best of its power, to accomplish those objects.

One of the various duties of the Association has been to seek to assist eminent men of science and literature in these provinces, who have fallen into pecuniary difficulty. The Association therefore begs most humbly to approach the Government with a representation for help, on behalf of Babu Hem Chandra Banerji, the late Senior Government Pleader of the High Court and celebrated Bengali poet, who is and will continue to be widely known all over the country for the genuine and exceptional excellence of his poems. This old gentleman has now grown blind and is at present devoid of any means to support himself and his family. During his early days of prosperity, he devoted most part of his income to the cause of charity and his generous heart and benevolence have, I am afraid, been the cause of his present distress.

It will not be out of place, if the Association takes the liberty of referring to the reply, which the Hon'ble Mr. Baker was pleased to give to the proposal that was made, at the meeting of the Council of His Honour the Lieutenant Governor, held on the 15th of April 1889, by the Hon'ble Raja Sasi shekharevar Roy Bahadur of Tahirpur. The Hon'ble Raja Bahadur proposed to the Council, that a monthly "pension or honorarium" be granted by the Government of Bengal to Babu Hem Chandra Banerji, an eminent poet of Bengal, as a mark of its appreciation of his life-long devotion to the cause of Bengali Literature. In reply to the proposal of the Hon'ble Raja Bahodur, as published in the "Calcutta Gazette" of the 17th



## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

of May 1899, the Hon'ble Mr. Baker was pleased to observe "if at any time, any conspicuously deserving case of the kind (namely that of a distinguished Bengali Scholar or poet) were brought forward, I felt sure, it would receive the sympathetic consideration of my Hon'ble friend Mr. Finucane."

In expressing the humblest thanks and most heart-felt and sincere gratitude of the Association, for the kind and hopeful assurance of Government quoted above, the Association humbly begs, to bring formally to the kind notice of the Government of Bengal, the case of Babu Hem Chandra Banerji, who, as stated above, is old and blind and is almost without any means of subsistence and thinks that regard being had to his eminent services to the cause of the modern Bengali Poetical Literature, he (the poet) richly deserves State patronage by the grant of a fixed monthly "pension or honorarium." We understand that it is a practice in England and other civilized and advanced countries of the West, to accord State encouragement to men of Literature and Science for their eminent services in their respective department of learning and such a benevolent measure, if adopted here, will be gratefully acknowledged and the ties of affection, gratitude and loyalty, which bind the people to their rulers, will be drawn closer.

The Association therefore most humbly prays that the Government of Bengal may be graciously pleased to take into its kind consideration Babu Hem Chandra Banerji's case and settle upon the blind poet a monthly "pension or honorarium," so as to enable him to pass the few remaining days of his life in comparative peace of mind.

I have the honour to be,

Sir

Your most obedient servant,

DATED, CALCUTTA, }  
The 30th of August, 1899, }

YATINDRA NATH CHOWDHURY.

Hony. Secy. B. S. P.

ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ ।

১৮/০

"৭১" পরিদে।

No. 657 T. G.

GENERAL DEPARTMENT.

FROM

E. LISTER Esqr. C. S.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

To

BABU HEM CHANDRA BANERJI.

Dated, Darjeeling, the 20th June, 1900.

Sir.

I am directed to inform you that Her Majesty's secretary of state for India has been pleased, on the recommendation of the Indian Government, to grant you, with effect from the 1st January, 1900, a pension of Rs 25 per mensem, in consideration of your literary merits and distressed circumstances. I am to request that you will be good enough to intimate to this office the name of the Treasury at which the pension should be paid.

I have &c.

(Sd) E. Lister.

Under-Secretary.

No 658, T. G.

Govt. order  
No 957 T.G.  
of 30th June 1900

} Copy forwarded to the Secretary Bangiya  
Sahitya Parishad, for information with reference  
to his memorial dated 30th August 1899.

Darjeeling, General dept,  
Miscellaneous Branch.  
The 20th June 1900.

} By order of the Lieutenant Governor  
of Bengal.  
Sd. E. LISTER.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

“ব” পরিচিষ্ট।

## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতির প্রস্তাবনী।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিবার প্রণালী নির্ধারণ।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধির নিয়মগুলি রাখা সম্ভব কি না? কোন্ কোন্ স্থলে ঐ সকল নিয়মের অবলম্বন এবং কোন্ কোন্ স্থলে উহার অতিক্রম করা বিধেয়?

(২) সমাস, কারক, তদ্ধিত, ক্রীড় প্রভৃতির যে সকল নিয়ম এখনকার ব্যাকরণে প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ, সংগঠন ও ক্রমবিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তৎসমুদায়ের কিরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব?

(৩) যে সকল সংস্কৃত শব্দের সহিত অসংস্কৃত শব্দের সংযোগ আছে, তৎসমুদায়ে সমাসের নিয়ম রাখা সম্ভব কি না? যেমন পিতামহকুর বা শিক্কাকুর ইত্যাদি।

(৪) বিদ্যাঙ্গাগর মহাশয়ের প্রস্তাবনীর অনেক স্থলে, ‘তিনি অমুক বিষয় অনুকের হস্তে সমর্পিত করিয়াছেন’; ‘অমুক বিষয় অমুককে প্রদর্শিত করিয়াছেন,’ ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। কর্তৃবাচ্যে সাক্ষরক ক্রিয়াগুলির এই রূপ প্রয়োগ উচিত কি না? এ বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ নিয়ম থাকা আবশ্যক?

(৫) বাঙ্গালা ভাষার সর্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বিধেয় কি না? বাঙ্গালার অনেক সংস্কৃত শব্দ অসংস্কৃতভাবে প্রয়োগিত হয়। যেমন ‘ঐশ্বর্য’, ‘ঐশ্বর্যগণ’, ‘বিপদসাগর’ ইত্যাদি। আবার ‘বিপৎপাত’ প্রভৃতি সংস্কৃতনিয়মানুযায়ী শব্দের প্রয়োগও আছে। এ সম্বন্ধে তির তির নিয়মনির্ধারণ আবশ্যক কি না? কি কি প্রণালীর অনুবর্তন করিলে ভাষা পরিচ্ছন্ন, প্রতিমধুর ও সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে?

(৬) বাঙ্গালা বর্ণমালায় দুইটা “ব”কার আছে, কিন্তু সংস্কৃতের “ব”কারের দ্বারা বাঙ্গালার এই দুই “ব” চিনিয়া লইবার কোন নিদর্শন নাই। কোন্ স্থলে কোন্ “ব”কার হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বাঙ্গালার কোন ব্যবস্থা বেধা যায় না। “ব”কারবয়ের উচ্চারণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে দৃষ্টি না থাকাতে এখন বাঙ্গালার “ভ” দ্বারা ইংরাজি “তি”র উচ্চারণ হইতেছে, যেমন ‘নভনে’ ‘ভি’ ‘ভিত্তোরিয়া,’

‘প্রতিকৌলিন’ ইত্যাদি। এ হলে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন আবশ্যক? বাঙ্গালার দুইটা “ব”কারের পার্থক্য রাখা উচিত কি না? উচিত হইলে “ব”কারের বিভিন্নতাদ্রাপক কিরূপ-নিদর্শন রাখা কর্তব্য? স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নামের লুক্কায়িত্ব প্রসঙ্গে এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনীয় কি না?

(৭) বাঙ্গালার স্থলবিশেষে তরিতের ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস ভিন্নরূপ দেখা যায়। যেমন ‘কর্ণচারণগের,’ ‘কর্ণচারীদিগের,’ ‘হতিঘারা’ বা ‘হতীঘারা’ ইত্যাদি। একরূপ শব্দের বর্ণবিন্যাস সর্বত্র একরূপ হইতে পারে কি না? ‘মনসু,’ ‘তেজসু,’ ‘হতিন্’ প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙ্গালার মন, তেজ, হতী প্রভৃতি রূপে ধরিয়া বলিতে পারা যায়কি না? বাঙ্গালার ‘সতেজাঃ’ না লিখিয়া ‘সতেজ’ লেখা হয়, আবার ‘মনযুক্তি,’ ‘মনতব,’ ‘মনকষ্ট’ প্রভৃতির পরিবর্তে ‘মনোযুক্তি’ ‘মনস্তব’ ও ‘মনঃকষ্ট’ প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে। এ হলে বাঙ্গালার ব্যাকরণের কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক?

(৮) বাঙ্গালার বর্ণমালাগুলি কমাইবার কোন হেতু আছে কি না? অনেক বাঙ্গালা কথা দ্বিধৃতভাবে না লিখিয়া সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হইতে পারে, যেমন ‘বই, বই, বই’ (ব্যতীত) হলে ‘বৈ, বৈ, বৈ’ ইত্যাদি। তাহার অবহা-সারে এই সকল বিষয় এক ভাবে চলিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কি নিয়ম প্রণয়?

(৯) বৈদেশিক শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস একরূপ হয়, তদ্বিশেষে কোনরূপ নিয়ম করা সম্ভব কি না? যেমন ‘নিলিং’ কথা কেহ কেহ “ং” অথবা ‘দিয়া, কেহ কেহ “দ” দিয়া, কেহ কেহ বা “ড” দিয়া লিখিয়া থাকেন। এক ভাষায় একরূপ বিভিন্ন বর্ণবিন্যাস থাকা সম্ভব নয়। ঈদৃশ হলে কি করা উচিত?

(১০) প্রবেশবিশেষে উচ্চারণভেদে প্রাদেশিক শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস বিভিন্ন দেখা যায়। এক অঞ্চলের লোক প্রচলিতে “এটেল” “ভঁড়া” প্রভৃতি ব্যবহার করেন, অন্য অঞ্চলের লোক চত্ববিশ্ব ব্যবহার করেন না। এ সকল বিষয়ে কি প্রণালী অবলম্বনীয়?

(১১) শব্দ ও বাহুর উত্তর বিতর্কিত্যে হলে কতদূর পর্যন্ত ব্যাকরণের নিয়ম পালন করা উচিত? বাঙ্গালার কয়টা কারক থাকা আবশ্যক? কতর বাঙ্গালা বাহু বীকার করা উচিত কি না? এ বাহুর উত্তর কণ প্রত্যয় হইতে পারে কিনা?

তাঁরা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে পরিষদের যে শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অধিবেশনে আপাততঃ এই সকল প্রশ্ন নির্ধারণ করা গিয়াছে। অমুগ্রহপূর্বক প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহার উৎকর্ষসাধন ও ব্যাকরণের প্রণয়ন সম্বন্ধে অল্প বে সকল বিষয় আপনার মতে প্রশস্ত বোধ হয়, তৎসমুদায়ও অমুগ্রহপূর্বক পত্র-প্রাপ্তির এক মাস মধ্যে লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত

তাঁরা ও ব্যাকরণ সমিতির সম্পাদক।

“১১” পরিশিষ্ট।

## ২। ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতির প্রস্তাবলীসম্বন্ধে

প্রেরিত পত্রের মতামতের সার স্বকলন।

বাক্যলা তাঁহার ব্যাকরণ সম্বন্ধে সমিতির সদস্য মহাশয়দিগের নিকটে কতকগুলি প্রশ্ন পাঠান গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডে এবং শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাসূর্য্য কেবল এ বিষয়ে আপনাদের অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকমল বাবুর মতে উল্লিখিত বিষয়ে এখনও নিয়ম-নির্ধারণের সময় উপস্থিত হয় নাই। “বাক্যলাতে যে সকল দ্বারী ও কীটশালী লেখক জন্মিয়াছেন ও জন্মিবেন, তাঁহাদিগের নিজ নিজ অতিক্রিয়াবাহি এই সকল বিষয়ের ব্যবহা হওয়া উচিত। এখনও তাদৃশ লেখকের সংখ্যা এত অধিক হয় নাই যে, তাঁহাদিগের রচনা হইতে সেই ব্যবহা উদ্ধার করা যাইতে পারে।” ইহার পর কৃষ্ণকমল বাবু লিখিয়াছেন—“মনে করুন, যদি কেহ ‘বিদ্যানুগণ’ না লিখিয়া, বাক্যলাতে ‘বিষদগণ’ লেখেন, তবে তিনি অজ্ঞান-পাণ্ডিত্য (জ্যাটাযি) দোষে দোষী হইবেন। কিন্তু তা বলিয়া ‘বিষদগণসমাজ’ এ প্রকার শব্দ-বিজ্ঞান বাক্যলা তাঁরা হইতে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হওয়া উচিত, ইহা সাহসপূর্বক বলা যায় না। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধ হয়, তাঁরা-সম্প্রদায় অনেক ব্যবহা করিবার অধিকারী হইতেছেন প্রতিভা, ব্যাকরণ নহে। বাৎ প্রতিভা আবিস্কৃত না হইয়া তাঁহার প্রবাহ এক দিকে জলাইয়া যায়, তাৎকাল ব্যাকরণবাহা ব্যবহাপক চেউ। কলবতী হইবে না।”

রাজেন্দ্র বাবু মতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অল্পসারেই নিয়ম নির্ধারণ করা উচিত । অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ হলে লৌকিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা বিধেয় । এ বিষয়ে প্রয়োগ-বাহুল্যকে আদর্শ করিলেই চলে ।

বীরেন্দ্র বাবু প্রধানতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । তবে স্থল-বিশেষে উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে । তিনি লিখিয়াছেন—“বাক্সালার সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত সন্ধিস্থানের আবশ্যকতা নাই । কতকগুলির আবশ্যকতা আছে ।” “সমর্পিত করিয়াছেন,” প্রদর্শিত করিয়াছেন” প্রভৃতি লেখা উহার মতে উচিত নয় । অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি কহিয়াছেন—“অধিকাংশ স্থলে যেরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত । কিন্তু ‘পিতৃঠাকুর’ না লিখিয়া যদি কেহ ‘পিতৃঠাকুর’ লেখেন, তাহা হইলে তিনি ভুল লিখিয়াছেন, বলিতে পারা যায় না ।” যদি সমিতি আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে বীরেন্দ্র বাবু তাহার উৎকর্ষসাধন ও ব্যাকরণ প্রণয়নসম্বন্ধে তাহার অতিমত জানাইতে পারেন ।

নকুলেন্দ্র বাবু উপস্থিত বিষয়ে তাহার তাবাবোধ মারক ব্যাকরণ দেখিতে বলিয়াছেন । সমিতি যে সকল বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, তাবাবোধে তৎসমুদয়ের উত্তর আছে । নকুলেন্দ্র বাবু মতে ‘পিতৃঠাকুরই’ বাক্সালা পদ । ‘পিতৃঠাকুর’ বাক্সালার চলে না ।

“৬” পরিণিষ্ট ।

## প্রত্নোপহারদাতাদিগের নামাদি ।

ঐযুক্ত ত্রিশচন্দ্র বোষ, বি, এল.—(১) বঙ্গেশ্বর ।

রাজা ঐযুক্ত বিনয়চন্দ্র বোষ—৮ খানি পুঁথি,—

(১) ব্রহ্ম-পুরাণের সত্যনারায়ণের কথা, (২) নারায়ণ পুরাণের অংশ, (৩) সাক্ষী উপাখ্যান, (৪) একাদশী সাহায্য, (৫) রাধারণ সঙ্কাকোত, (৬) চৈতন্য-চরিতামৃত, (৭) বাগ্‌বোধের নিমাই সরস, (৮) রাধাভিষেক ।

৩ খানি পুঁথি,—(১) চৈতন্যচরিতামৃত, (২) লক্ষ্মীপবনামৃত, (৩) Victoria Charitam. (৪) A brief Summary of the Proceedings of the Public

meeting to protest against the Calcutta Municipal Bill. (৫) Proceedings of the Public meeting on the Currency question. (৬) The 4th Annual Report of the Committee of the British Indian Association.

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু দে, বি, এল.—(১) Students History of Rajputana. (২) The Pocket Botany.

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন তট্টাচার্য্য, বি, এল.—(১) বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ।

কবিরাম শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ.—(১) প্রেম লবকে আরু-  
র্কদের বৃত্ত, (২) The Hindu Medical Writers on Plague.

শ্রীযুক্ত অমিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল.—(১) ঐতিহ্যগীতি।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, এম, এ, বি, এল.—অষ্টকবাদ-বিচার (২৫ খান।)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—৫ খানি পুথি ;—(১) নরোত্তম দাসের প্রেমতত্ত্ব-চন্দ্রিকা, (২) বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, (৩) লোচন দাসের সন্ন্যাস বৃত্ত, (৪) অষ্টকবাদের বাল্যলীলা (খণ্ডিত) (৫) বৃন্দাবনলীলা (খণ্ডিত)।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আর্য্যধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর  
যাতায়াত ও সংঘাত।

শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু,—(১) কবিকল্পের চক্রী, (বটতলার প্রাচীন  
সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত যশেন্দ্রনাথ বসু,—(১) রায়প্রসাদ, (২) নাট্যবিকার, (৩)  
বারবাহার, (৪) পৌরাণিক পুরুষ।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস, বি, এ—(১) বর্ষ বার্ষিক বিবরণ, কানী-নাসরী  
প্রচারিত্রী সত্তা, (২) রাজা হরিশ্চন্দ্র।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল,—(১) আত্মবোধ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,—(১) বিপ্লবীক, (২) উচ্ছ্বাস,  
(৩) অধঃপতন।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল.—(১) বঙ্গীয় সন্মিলন।

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ,—(১) অগম্যান-পরাবলী তত্ত্বগ্রন্থাবলী (৫ খান।)।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, এম, এ,—(১) সাপ্তাহিক ব্যাধি ও তাহার  
প্রতিকার, (২) বঙ্গভাষা ও সাধুভাষা ব্যাকরণ সারসংগ্রহ, (৩) বেদান্ত  
সংগ্রহাবলী, (৪) আত্মতত্ত্ব, (৫) মহাত্ম্যতত্ত্ব—উদ্যোগপর্ক, (৬) Guide

to the transliteration of Hindu and Mahomedan names in the Bengal Army. ( ৭ ) Dictionary of Mahomedan words.

শ্রীযুক্ত রাবলাল চক্রবর্তী,—( ১ ) হরি-সঙ্গীত, ( ২ ) হরি-সংকীৰ্ত্তন ।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী,—( ১ ) শ্রীতি উপহার, ( ২ ) মালতীমালা ।

শ্রীযুক্ত বগেন্দ্রনাথ মৃত্তকী,—( ১ ) প্রেমমাধা ।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ,—( ১ ) চকুর ।

শ্রীযুক্ত রামকমল চট্টোপাধ্যায়,—( ১ ) রবিনন্দন জুগোষ চরিত্র ।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ,—( ১ ) রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড, ( ২ ) মহাভারত—আদিপর্ল ।

শ্রীযুক্ত বোমকেশ মৃত্তকী,—( ১ ) বিবিধ-প্রবন্ধ, ( ২ ) মানব-মুহুর্ত, ( ৩ ) বিনয়-পত্রিকা, ( ৪ ) রত্নপত্রিকা, ( ৫ ) ভ্রমনিবারণ, ( ৬ ) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড, ( ৭ ) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান, ২য় খণ্ড ।

শ্রীযুক্ত হীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,—( ১ ) Life of Chaitanya.

শ্রীযুক্ত রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি এল,—( ১ ) বিদ্যাপতি, ( ২ ) পাঠমালা ১ম । ( ৩ ) ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা ।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত ( ১ ) বঙ্গ সামাজিকতা ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হুর্গাপ্রসাদ মিত্র,—হিন্দী—৮ খানি, ( ১ ) সপ্তাষাৎ চিকিৎসা । ( ২ ) প্রভাস-মিলন, ( ৩ ) বিদ্যামুকুল, ( ৪ ) চাকপাঠ ১ম ভাগ, ( ৫ ) চাকপাঠ ২য় ভাগ, ( ৬ ) লক্ষ্মীবাই, ( ৭ ) কাম্বীর-কীর্ত্তি, ( ৮ ) লক্ষ্মীধর-চন্দ্র ( সংস্কৃত ), ( ৯ ) কলির বেয়ে ও মব্বা বাবু, ( ১০ ) পরীক্ষিতের প্রশ্নোপ, ( ১১ ) সন্ন্যাসী ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—( ১ ) বিদগ্ধসম্বর ( ২ ) বিদগ্ধ-জীবন ।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র সখ্যাপতি—( ১ ) বিবেক বিলাপ নাটক, ( ২ ) ত্রিবিধ-বিজয় কাব্য ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,—( ১ ) দ্যামুতর, ( ২ ) হঠাৎ মব্বা, ( ৩ ) অলৌক বাবু, ( ৪ ) উত্তর-চরিত্র ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—( ১ ) মেঘদূত, ( ২ ) বোধাই চিত্র ।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসাল,—( ১ ) কনকাজলি, ( ২ ) প্রদীপ ।



"৫" পরিদৃষ্ট।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩০৬ সালের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।	ব্যয়।
টাকা আদায়- ————— ১৪০৬৪০	বেতন- ————— ৩৬৫১৬/৫
প্রবেশিকা আদায়- ————— ৭৮	বিবিধ মুদ্রণ- ————— ১৩৮৮০
পুস্তক ও পত্রিকা-বিক্রয়- ————— ১০১১৬/০	পত্রিকা-মুদ্রণ- ————— ২১৩/১০
এনসাইক্লোপিডিয়ার টাকা আদায়- ৬৫৪০	পুস্তক-ক্রয়- ————— ২৬৮৮/০
পুরস্কার- ————— ১০০০	সরঞ্জাম- ————— ১৬৪৬/৫
বিবিধ আয়- ————— ১১৪/৫	ডাকমাওল- ————— ১৭৬৮/৫
কৰ্ম- ————— ৪৭৪৬/৫	দপ্তরী- ————— ৩৫১৬/১৫
গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির হাওলাত আদায় ২৫	পুরস্কার- ————— ১০০০
ফেরত জমা- ————— ৪৬/১০	বিবিধ- ————— ২০৭৮/১০
	গ্রন্থপ্রকাশ সমিটিকে হাওলাত
২৭৩৬৪০	ধেওয়া দায়- ————— ২৫
	কৰ্ম শোধ- ————— ৪৭৪৬/৫
	ঘাটীভাড়া- ————— ২৫

২৪১৬৮৮/১৫

কৈ: ————— ২৭৩৬৪০  
 আয় ————— ১৪১৪৬/১৫  
 পতনবর্ষের উৎস ————— ২০৭৮/১০  
 ব্যয় ব্যয় ————— ২৪১৬৮৮/১৫  
 ব্যয় ————— ৩০১১/০  
 আয় ————— ২২৫  
 সেতিলে ব্যয়ের সহুত ————— ১৪০১/০  
 ধনসম্বন্ধের দিকট সহুত ————— ৩০১১/০

ঐহিরেজমাধ দত্ত.  
 ধনসম্বন্ধ।

এই হিসাব পরীক্ষা করিয়া  
 শুদ্ধ বলিয়া দিরাঙ্কিত হইল।

ঐবাবীমাধ নন্দী।

ঐচাকচক্র ঘোষ।

অঃ-বঃ-পরীক্ষকস্বর।

# বর্ষ বার্ষিক বিবরণ।

২০

“হ” পরিধি।

## গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতির আয় ব্যয়-বিবরণ।

### আয়।

১৩০৪ সালে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে  
মজুত ছিল—১০০০  
দলকরক রাজা বিনয়করদেব  
দাহাহুরের নিকট মজুত ছিল—১১৫০।

১০৭১৫০।

১৩০৪ সালের ব্যয় ব্যয়—২০০।

৮৭১৫০।

১৮২৮। ১৩ ডিসেম্বর।

রাজা বিনয়করদেবের দান  
দাহাহুরের দান—২০০  
রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ  
দাহাহুরের দান—২৫

২২৫।

১০২৮৫০।

১৩০৬ সালের ব্যয় ব্যয়—২০০।

৮২৮৫০।

১৩০০ সালের উত্তর—১০০০।

১৩০৬ সালের ব্যয় ব্যয়—১০০০।

১৩০০ সালের উত্তর—১০০০।

১৩০০ সালের উত্তর—১০০০।

১৩০০ সালের উত্তর—১০০০।

১৩০০ সালের উত্তর—১০০০।

### ব্যয়।

১৩০৪ সাল।—  
(১৮২৭ ডিসেম্বর)—  
বিজয় পণ্ডিতের মহাতারত  
ছাপাইবার জন্ত ব্যয়—২০০।

১৩০৫ সাল।— ২০০।

(১৮২২। ৬ মার্চ)—

বিজয় পণ্ডিতের মহাতারত  
ছাপাইবার জন্ত ব্যয়—২০০।

১৩০৬ সাল।— ২০০।

(১৮২২। ১১ মে)—

বিজয়পণ্ডিতের মহাতারত  
ছাপাইবার ব্যয়—২০০।

(১৮২২। ৩১ আগষ্ট)—

ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের  
ব্যয়—২০০।

(১৮২২। ১৫ নভেম্বর)—

বিজয় পণ্ডিতের মহাতারত  
৩ পাতার দামের রসমঞ্জরী  
ছাপাইবার ব্যয়—১০০।

(১২০০। ১১ ফেব্রুয়ারী)—

ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের  
ব্যয়—২০০।

কুন্ডিনাসী রায়ের ছাপাইবার

ব্যয়—২০০।

২৫০।

এন্সাইক্লোপিডিয়া ক্রয়ের

জন্ত মেডিয়া হয়।—২৫০।

৩৫০।

# পরিবাদের সুদৃষ্টি প্রাচীন গ্রন্থ।

## ১। বিজয় পণ্ডিতের মহাত্ম্যত।

এক কবিরাজ হান নহে, বাকাল। জায়া এপ্যাক্ত ঐ রূপ বহুই বাইশ জন কবির লেখা বাইশ বানি মহাত্ম্যত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বাইশ জন কবির মধ্যে বিজয় পণ্ডিতের মহাত্ম্যতই সর্বাধিক প্রাচীন। পরিবৎ এই আনি মহাত্ম্যত সুদৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মূল্য সুদৃষ্টের একত ১৫০ দেড় টাকা ব্যয়।

## ২। কুতিবাগী রামায়ণ।

কুতিবাসের কোঁঠি রক্ষার লত বচীর-সাহিত্য-পরিবৎ মূল পাঠ উদ্ধার করিয়া রামায়ণ-প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন ও নান্য বান হইতে পুঁথিসংগ্রহ করিতেছেন। বাহ্যের নিকট কুতিবাগী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিপি পুঁথি আছে, তাহার অগ্রগতপূর্বক উহা পরিবৎ কার্যকালে সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পরিবৎ সাতিশয় উপকৃত হইবেন। যদি কেব পুঁথি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পরিবৎ তাহাকে যথোপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন। সম্প্রতি ইহার কোন কোন কাণ্ড সুদৃষ্টি হইতে আদৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পত্র লিখিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

## ৩। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নারকনারিক-বর্ণনা-হলে রাসাহুগা তজির উপদেশ আছে। উদাহরণাদি প্রাচীন সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাকাল পদাবলী হইতে নেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। ইহার মূল্য ১৫ আনা।

১০৭। ১৫৭ কর্ণওয়ালিস ট্রাষ্ট।

কলিকাতা।

} শ্রীমায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,  
সম্পাদক।

## সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয় ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাবাবধানে একটা পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে । পরিষদের গ্রন্থ-প্রণেতা ও সাময়িক পত্রিকাটির সম্পাদক-সম্বন্ধগণের নিকট সাহসনয় প্রার্থনা ;—তাঁহারা স্ব-প্রণীত গ্রন্থ ও স্ব-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা পরিষৎ-পুস্তকালয়ে উপহার দিলে পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন । সভাপ্রেক্ষীর মধ্যে যাহারা গ্রন্থকার বা সম্পাদক নহেন, তাঁহারাও চেষ্টা করিলে অন্ত-রচিত পুস্তক পরিষৎ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইতে পারে । এক্ষণে উপহার পাইলে পরিষদের অধিবেশন ও কার্য্যবিবরণীতে উপহারদাতাদিগের নাম বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা হইয়া থাকে । বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ে সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা বহুল পরিমাণে সংগ্রহের অভিলাষে পরিষদের সদস্য ও সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাহারা এদেশীয় প্রাচীন সাময়িক পত্রিকার নাম, ঠিকানা, সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের নাম সহস্রিত বিশেষ বিবরণ পরিষৎ কার্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইলে বা সংগ্রহ করিয়া দিলে, পরিষৎ বিশেষ বাঞ্ছিত হইবেন । এই দেশের যে কোন ভাষায় লিখিত পত্রিকা সাময়ে গৃহীত হইবে ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুস্তকালয়

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রট ।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত,  
অধিবর্তনিক গ্রন্থরক্ষক ।

### প্রাচীন পুস্তক-পত্রাদি-সংগ্রহ ।

বাঙ্গালার পুস্তকালয় অনেক আছে, কিন্তু এমন কোন পুস্তকালয় নাই, যে প্রচুর বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থাদি ও সাময়িক পত্রিকাদি দেখিতে পাওয়া যায় । সেকালে যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, এখনও চেষ্টা করিলে, তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় । সাময়িক পত্রিকাহিতে নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে । সমস্ত সাময়িক পত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেও সাহিত্যের অনেকাংশ উদ্ধার ও রক্ষা করা যায় । যাহারা বিষয়-বিশেষের

আলোচনার ব্যাপ্ত আছে, তাহারা আলোচনার ক্ষেত্রে একতানে এই সকল বিনয়ের সংগ্রহ পাইলে বিশেষ সুবিধা অনুভব করিবেন, এই নিমিত্ত পরিষৎ পুস্তকালয়ে প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং সকল প্রকার সাপ্তাহিক পত্র সংগৃহীত হইতেছে। পরিষদের হিঠৈবী ব্যক্তিবর্গকে একত্র আহবোধ, তাহারা যদি যতঃ পরতঃ চেষ্টায় পরিষদের এই কার্যে সাহায্য করেন অর্থাৎ প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং পুস্তকন্যাসিক, বৈদ্যাসিক, বৈদ্যাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার বিশেষ উপকার করা হয়। পরিষৎ উপযুক্ত বোধ করিলে মূল্য দিয়াও ইহা সকল ক্রয় করিতে পক্ষত আছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

### পুঁথি সংগ্রহ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য, বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাদির উদ্ধার। এই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ সংগ্রহ ও রক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিস্তর প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি আবিষ্কৃত অনেকের ঘরে অজ্ঞাত অসম্পন্ন থাকিয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে। যাহারা মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন কিম্বা যাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষপাতী, তাহারা স্ব স্ব গ্রামে এতদ্যেকের গণে বিশেষতঃ নিরশেষীয় ঘরে অনুসন্ধান করিলে, একরূপ পুঁথি অনেক পাইতে পারেন। পরিষৎ একরূপ পুঁথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরিষদের সত্য ও বদ্ধমণ যদি স্ব স্ব চেষ্টায় একরূপ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষৎকে সাহায্য করেন ও মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে যত্নপর হন, তাহা হইলে এখনও অনেক গ্রন্থ ধ্বংসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। অতএব আহবোধ,—কোথায়, কাহার নিকট, কি পুঁথি আছে এবং পুঁথির স্বত্বাধিকারী তাহা কিরূপে হস্তান্তরিত করিতে চাহেন, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে, পরিষৎ বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়,

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট।

} শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,  
অবৈটনিক সম্পাদক।











